Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী

অমৃতবার্তা

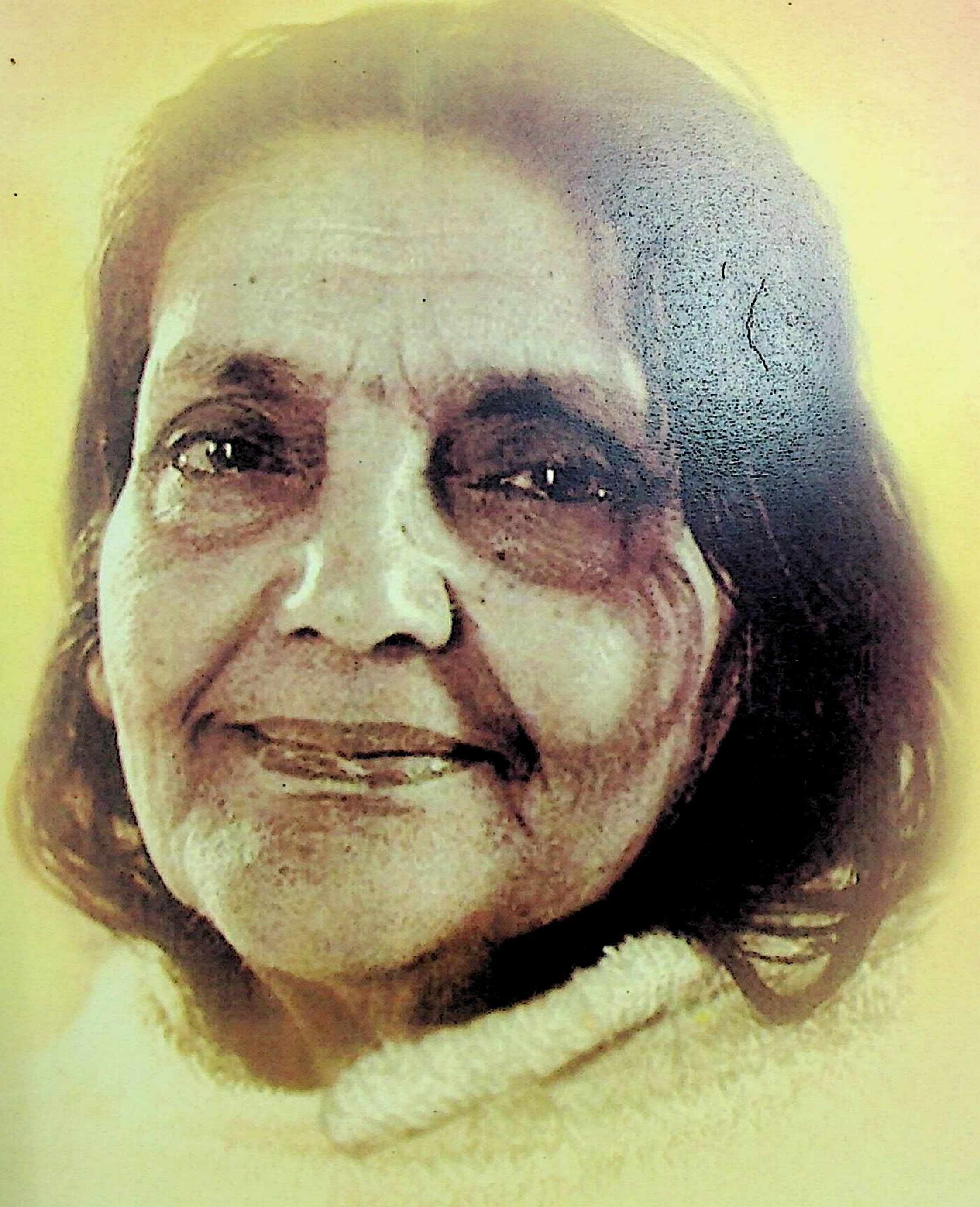

VOL.-18 JANUARY, 2014 NO. 1

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

Branch Ashrams

1.	AGARPARA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. P.O. Kamarhati, Calcutta- 700058 (Tel. : 25531208)
2.	AGARTALA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram. Palace Compound P. O. Agartala-799001. West Tripura (Tel. : 0381-2208618)
3.	ALMORA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi. P. O. Almora-263602, (Tel. : 05962-233120)
4.	ALMORA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Dhaul-China. Almora-263881, (Tel. : 059620-262013)
5.	BHIMPURA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura. P. O. Chandod, Baroda-391105, (Tel. : 02663-233208+233782)
6.	BHOPAL	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Bairagarh, Bhopal-462030, M. P. (Tel. : 0755-2641227)
7.	DEHRADUN	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur. P. O. Rajpur, Dehradun-248009 (Phone : 0135-2734271)
8.	DEHRADUN	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P. O. Rajpur, Dehradun-248009, (Phone : 0135-2734471)
9.	DEHRADUN	: Shree Shree Ma Andamayee Ashram. P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248010
10.	JAMSHEDPUR	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
11.	KANKHAL	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Kankhal, Hardwar - 249408, (Tel. : 01334-312565, 246575)
12.	KEDARNATH	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok. P. O.Kedarnath, Rudraprayag
13.	NAIMSHARANYA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir. P. O. Naimisharanya, Sitapur-261402, U. P. (Tel. : 05862-285254)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আনন্দময়ী — অমৃতবার্তা

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর দিব্য জীবন

ও

অমূল্যবাণী সম্বলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্ষ ১৮	জানুয়ারী ২০১৪	সংখ্যা ১

সম্পাদক মণ্ডল

☆ স্বামী নির্মলানন্দ গিরি

☆ ডঃ দেব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

☆ ব্রহ্মচারিণী ডঃ গুনীতা

কার্য্যকরী সম্পাদক

ব্রহ্মচারিণী ডঃ গীতা ব্যানার্জী (ইন্চার্জ)

☆

বার্ষিক চাঁদা (ডাক ব্যয়সহ)

ভারত — ১০০ টাকা

বিদেশে — ১৪ ডলার অথবা ৭৫০ টাকা

প্রতি সংখ্যা — ৩০ টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখ্য নিয়মাবলী

❋ ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী এই চার ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে বৎসরে চারবার জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই এবং অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার বর্ষ জানুয়ারী সংখ্যা হইতে আরম্ভ হয়।

❋ প্রধানতঃ শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন ও অমূল্যবাণী বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশনই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য দেশ-কাল-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কোন আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ এবং বিশিষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও উপদেশ সম্বলিত লেখা সাদরে গৃহীত হইবে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভব ব্যতীত শ্রী শ্রী মায়ের দিব্যলীলা বিষয়ক লেখাও শ্রী শ্রীমায়ের অগণিত ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে আশা করা যাইবে।

❋ প্রতিটি লেখা সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় সুস্পষ্ঠ অক্ষরে লিখিত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কোনও কারণবশতঃ লেখা পত্রিকার প্রকাশিত না হইলে লেখকের নিকট ফেরৎ পাঠান অসুবিধাজনক।

❋ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা কেবলমাত্র মনি অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট দ্বারা "Managing Editor— Ma Anandamayee Amrit Varta" এই নামে পাঠাইবার নিয়ম।

❋ পত্রিকা সম্পর্কিত যোগাযোগ নিম্নলিখিত ঠিকানায় করিতে হইবে —

Managing Editor,
Ma Anandamayee - Amrit Varta
Mata Anandamayee Ashram
Bhadaini, Varanasi - 221 001

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ঃ-

সম্পূর্ণ পৃষ্ঠা — ২০০০/- বাৎসরিক
অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা — ১০০০/- "
১/৪ পৃষ্ঠা — ৫০০/- "

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু সহ অগ্রিম টাকা উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক ডঃ গীতা ব্যানার্জী দ্বারা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ, ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১ ০০১ উঃপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বি ২১/৪২ কামাচ্ছা, বারাণসী - ১০ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক — ব্রহ্মচারিণী ডঃ গীতা ব্যানার্জী (ইন্চার্জ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়–সূচী

১. মাতৃবাণী ১

২. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ ৩
— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

৩. শ্রী শ্রী মাতৃদর্শনে ঢাকা গমন ৭
— স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

৪. গুরুপ্রিয়াদিদির অপ্রকাশিত ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা ১০

৫. ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ১৫
— সুধীর দত্ত

৬. তপোভূমি দর্শন ১৭
— ডঃ সুচরিতা ঘোষ

৭. কে তুমি মা আনন্দময়ী ২০
— বিনয় সরকার

৮. জীবন দর্শন ২২

৯. বিশ্বাস ২৩

১০. ভারতের অধ্যাত্মবাদ ২৫
— ডঃ নলিনী ব্রহ্ম

১১. প্রকৃত প্রেম ২৮

১২. সন্তান-বৎসলা মা ৩১
— মধুসূদন চক্রবর্তী

১৩. চিত্রা বন্ধুর ডায়েরী হতে উদ্ধৃত ৩৩

১৪. আমাদের পানুদা ৩৬
— শ্রীমতী রত্না রায়

১৫. গ্রীষ্মাবকাশে আগরপাড়াতে কন্যাপীঠ ৩৮
— ব্রহ্মচারিণী গীতা

১৬. আশ্রম বার্তা ৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Didi writes :

Ma lays a great deal of stress on Gayatri japa for Brahmins. She tells each one to do as much Gayatri japa as he possibly can. In Solan Ma had explained the meaning of the Gayatri to me which I have recorded as follows :

The meaning of Gayatri :

"He who creates, preserves and destroys, whose form is universal, He Himself inspires our intellect, He Himself is Parabrahma and the Knower within each creature; I meditate on His venerable effulgence."

—Sri Sri Ma Anandamayi

With respectful pronams at the lotus feet of Ma
from
Elizabeth Roy

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-বাণী

নববর্ষের আশীষবাণী

নববর্ষ! নূতন জীবন নবউৎসাহে সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় সত্যস্মরণ মানুষের হওয়া।

✳ ✳ ✳

যদি শান্তি পেতে চাও একমাত্র ভগবানের ধ্যান যে ক্রিয়াতে অনুকূল হয় সেই ক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় থাকা।

✳ ✳ ✳

এই শরীর ত সব সময়ই বলে এক আত্মা। তাই আলাদা আর দূরত্বের প্রশ্ন কোথায়?

✳ ✳ ✳

একটা হল গৃহস্থাশ্রমের দিক, আর একটা তদ্জ্ঞানে সেবার দিক, আর একটা হল শুধু নিজেকে পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে অখণ্ডগতিতে চলার দিক। নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে এর ভিতর মানুষ রাস্তা খুঁজে নেয়। ভগবানের উপর নির্ভর রাখলে ভগবানই তার সব কিছু রক্ষা করেন।

✳ ✳ ✳

ব্রহ্মচারী কি আর তৈয়ারী করা যায়? ব্রহ্মচারী নিজেই হয়। যার যার নিজের সংস্কার নিয়ে জন্ম-কর্ম।

✳ ✳ ✳

আপদে বিপদে সম্পদে তাঁরই শরণ নেওয়ার চেষ্টা করা। সর্ব মঙ্গল কল্যাণদায়ক যিনি, তিনি যখন যা করেন মঙ্গলের জন্যই মনে রাখা।

✳ ✳ ✳

আনন্দও সুখের জন্য ছুটাছুটি হয়ত। পরমানন্দ পরম সুখ ঐখানেই। যা নিত্য আছে তার প্রকাশ হওয়া। সেখানে জানা না জানার প্রশ্নই হয় না।

✳ ✳ ✳

যে সত্য অনুসন্ধানের দিকে চলে সত্যই তাকে সব দিকে সহায়তা করে।

✳ ✳ ✳

যারা ব্রহ্মচারী সাধু হতে চেষ্টা করে তাদের কিন্তু ত্যাগের ভাবটা রাখতেই হবে। আলস্য, লালসা, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা, অধৈর্য-বিশেষ বিঘ্ন। এই গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত কাজ সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিতে করা। ব্রহ্মচারী সাধুর যা নীতি সেই দিকেও বিশেষ খেয়াল রাখা। লোকচক্ষে যা দৃষ্টিকটু হতে পারে এবং নিজের যাতে একটুও অকল্যাণ হয়, সেই দিকেও যেতে নেই।

* * *

জীবকে ভগবান অজ্ঞানের পর্দা দিয়ে ঢাকলেও আবার জ্ঞানের দরজাও রেখে দিয়েছেন। সে ঐ দরজা দিয়ে মুক্ত হতে পারে। পরম বস্তু পেতে হলে ভগবানকে পেতে হলে জ্ঞান অজ্ঞানের উপরে উঠতে হবে।

* * *

ভগবানকে না পাওয়া পর্যন্ত দুঃখ যায় না। তাঁকে পেতে হলে কেবল তাঁর রূপ, তাঁর ধ্যান, তাঁর পূজা, তাঁর নাম কীর্তন–এছাড়া কল্যাণের কোনও পথ নেই। বিষয় মানে বিষ হয়। বিষয় ভোগে ধীরে ধীরে মৃত্যু।

* * *

যাকে পেলে সব পাওয়া যায়, তাঁকে পেতে চেষ্টা। তাঁকেই ডাকা। তোমার সব কষ্টের কথা, আবেদন নিবেদন যা কিছু, প্রাণখুলে, তাঁকে জানাও। তিনি সর্ব-দুঃখ হারী। সর্বদাই তাঁর চরণে মনটা রাখা।

* * *

যে চিন্তায় মানুষকে বিক্ষিপ্ত করে ও ভগবান থেকে দূরে নেয় তাই দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তা যাতে মনে স্থান না পায় তাই চেষ্টা করা। তোমার ভার সব ভগবানের উপর সেই বিশ্বাস নিয়ে থাকবার চেষ্টা।

◆◆◆

> "তোমরা সকলে সর্বদাই ভাল। নূতন করে ভাল হওনি। ভিতরে ভাল না থাকলে ভালর প্রকাশ হয় না।"
>
> শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

— শ্রী অমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত

২৭শে কার্তিক, বৃহস্পতিবার (১৩/১১/৫৩)—

গোপীবাবুর কাশী হইতে রওনা হইয়া যাওয়ার পূর্বেই আমি কলিকাতা রওনা হইলাম। গতকাল কলিকাতা আসিয়া পৌঁছাইয়াছি। কাল আর মায়ের সঙ্গে দেখা না করিয়া আজ সকালে দেখা করিতে গেলাম।

কলিকাতায় সংযম সপ্তাহ মহাব্রত

একডালিয়া প্লেসে জাস্টিন এস.আর. দাশ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ির সম্মুখে এই উৎসব হইবে এবং মা দাশ মহাশয়ের বাড়িতেই থাকিবেন এইরূপ শুনিয়াছিলাম। কাজেই প্রথমে এক–ডালিয়া প্লেসেই গেলাম। সেইখানে গিয়া উৎসব মণ্ডপ ইত্যাদি দেখিতে পাইলাম। বন্দোবস্ত বেশ ভালভাবেই করা হইয়াছে; কিন্তু মায়ের সাক্ষাৎ ঐখানে হইল না। শুনিলাম মা সকাল বেলা আশ্রমে গিয়াছেন। আমিও তখন আশ্রমে গিয়াই মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। মা আমাকে দেখিয়াই হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে ভাগবত সপ্তাহ শেষ হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকিতে পার। তাহা না হইলে সংযম সপ্তাহের পরেই তুমি গোপীবাবার সহিত কাশী চলিয়া যাইও।'

২৮ তারিখ শনিবার হইতে সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হইল। আমি আমার অগ্রজের বাড়ি হইতে আসিয়াই অনুষ্ঠানে যোগ দিতাম। সকালবেলা ৭॥টা হইতে ৮॥টা পর্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের সম্মুখে আমাদের ধ্যান জপাদি চলিত। ইহার পর গীতা, চন্ডী এবং উপনিষদাদি পাঠ হইত। পাঠান্তে স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী এবং আরও দুই একজন আধ্যাত্মিক বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। স্বতন্ত্রানন্দজী এবং অবধূতজী কাশী হইতে মায়ের সহিত কলিকাতা আসিয়াছেন। স্বতন্ত্রানন্দজী প্রত্যহ যাহা হিন্দীতে বলিতেন উহা আবার শ্রীযুক্ত নলিনী ব্রহ্ম মহাশয় সর্বসাধারণকে বাংলায় বুঝাইয়া দিতেন। বেশ কৃতিত্বের সহিত তিনি এই কাজ সমাপন করিতেন। বক্তৃতার পালা শেষ হইলে শ্রীশ্রী মায়ের সহিত আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনার জন্য কিছুটা সময় রাখা হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় আলোচনা বিশেষ হইত না। কীর্তন ইত্যাদি করিয়াই সকালবেলার অনুষ্ঠান বেলা ১১॥টার সময় শেষ হইত।

বিকালবেলা আবার ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত শ্রীশ্রী মায়ের সম্মুখে আমাদের ধ্যান জপাদি চলিত। যাঁহারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন তাঁহাদের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ সহ প্রায় দুই শত লোক উপস্থিত থাকিতেন। ইহাদের উৎসাহ এবং একাগ্রতা লক্ষ্য করিবার বস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল। শ্রীশ্রী মা স্থির ভাবে এক ঘণ্টা কাল আসনে বসিয়া থাকিতেন। স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী এবং অবধূতজীও মায়ের নিকট ভিন্নাসনে বসিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের মত তাঁহাদ্গিকেও উচ্চাসন দেওয়া হইয়াছিল। মহিলারা মায়ের ডান দিকে বসিতেন এবং অন্যান্য সকলে মায়ের সম্মুখে এবং বামদিকে বসিতেন। সোলনের রাজা সাহেব, আম্বের রাজা সাহেব টিহরীর মহারাজা ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতিও মায়ের সম্মুখে ভূমিতলেই উপবেশন করিয়া ধ্যান জপাদি করিতেন। এক ঘণ্টা কাল গভীর নীরবতার মধ্যে কাটিয়া যাইত। শঙ্খধ্বনি করিয়া এই অনুষ্ঠানটি আরম্ভ এবং শেষ হইত।

ধ্যানান্তে নলিনী ব্রহ্ম মহাশয় গীতা ব্যাখ্যা করিতেন। অবধূতজী আধ্যাত্মিক বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। আমি ৪টার পরই বাসায় চলিয়া আসিতাম এবং সায়ং কৃত্যাদি শেষ করিয়া আবার ৭ ॥টার সময় মণ্ডপে ফিরিয়া যাইতাম।

রাত্রিবেলা শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাশয় মহাভারত সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টা কাল ভাষণ দিতেন। উহা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইত এবং এই সময় লোকের ভিড় খুব হইত। বক্তৃতা শেষ হইলে রাত্রি পৌনে নয়টা পর্যন্ত কীর্তন চলিত এবং উহার পরই ১৫ মিনিট সকলকে মৌন থাকিতে হইত। ইহাও ধ্যান-ধারণার জন্য। মৌনান্তে শ্রীশ্রী মাকে অনেকেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রশ্নাদি করিতেন এবং মাও ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। মায়ের সম্মুখে মাইক বলিয়া মণ্ডপের দূর প্রান্তে বসিয়াও মায়ের কথা শুনিতে কোন অসুবিধা হইত না। এই সময় মা যে সকল তত্ত্বোপদেশ দিতেন উহার প্রতি দিন দিনই লোক আকৃষ্ট হইতেছিল। এইভাবে মায়ের শ্রীমুখ হইতে উপদেশ শ্রবণ করা কলিকাতাবাসী সর্বসাধারণের পক্ষে ইহাই বোধ হয় প্রথম। সংযমব্রত উপলক্ষে এইখানে যে মণ্ডপ তৈয়ার করা হইয়াছিল, উহাতে প্রায় দেড় হাজার লোকের বসিবার স্থান ছিল। প্রত্যহই দেখিতে পাইতাম যে মহাভারত আলোচনা এবং শ্রীশ্রী মায়ের কথা শুনিবার জন্য মণ্ডপে তিলার্ধ ধারণের স্থান থাকিত না। তাহা ছাড়া বহুলোক মণ্ডপের বাহিরে দাঁড়াইয়া এই সকল আলোচনা শ্রবণ করিতেন।

এইবার সংযম ব্রত উৎসবে বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই। অন্তত আমি উহা জ্ঞাত নহি। তবে ২৯শে কার্তিক, রবিবার যে একটি দৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম উহাই এখানে উল্লেখ করিতেছি। সকাল বেলা বক্তৃতার পর যে সময়টা মায়ের সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল সেই সময় মা কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়া শ্রীমান বিভুকে গান করিতে বলিলেন। বিভু গান আরম্ভ করিলেই মা ঐ সূত্র ধরিয়া নিজেই গাহিতে লাগিলেন– 'কৃষ্ণ কানাই–কাঁহা নাই'

আমি মুদ্রিত নেত্রে ঐ গান শুনিতেছিলাম। এই সময় আসরে এক হট্টগোল আরম্ভ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ সুচনা

আনন্দস্বরূপেষু,

অতি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের অবগত করানো হচ্ছে যে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের দীক্ষাগুরু স্বামী শ্রী ১০০৮ মুক্তানন্দ গিরিজী মহারাজের ৭৫ তম শুভ সন্ন্যাস উৎসব আগামী ১৪ই এপ্রিল ২০১৪ শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের পক্ষ হতে শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী আশ্রম কনখল ও অন্যান্য মায়ের আশ্রমে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে আয়োজিত হচ্ছে।

এই উৎসবে যোগদান করার জন্য সকল মাতৃভক্তদের সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই উপলক্ষে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা সাদরে গৃহীত হবে।

জয় মা
স্বামী নির্বাণানন্দ
অধ্যক্ষ
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিয়া দেখি গৈরিক বস্ত্রধারিণী একটি মহিলা মাকে সবলে ধরিয়া আছেন আর মেয়েরা তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্যই দর্শক এবং শ্রোতাদের মধ্যে উত্তেজনা ও গন্ডগোল। মায়ের কিন্তু সেইদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি হাসি মুখে গাহিয়া যাইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গাহিতেছেন– 'মেরা কানাই কাঁহা নাই।' ইহা একটি দেখিবার মত দৃশ্য। মহিলাটি কে জোর করিয়া ছাড়ান হইলে তিনি মাটির উপর পড়িয়া রহিলেন। মা গাহিতে গাহিতে তাহার গলায় একটি মালা পরাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ গান করিয়া মা নীরব হইলে বিভু একাই নাম কীর্তন করিতে লাগিল। একটু পরেই মা আবার নিজেই নাম ধরিলেন–

'কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণকেশব পাহিমাম্
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাম্॥'

এই দিকে অন্য একটি স্ত্রীলোক দূরে বসিয়া কি যেন চিৎকার করিয়া বলিতেছিল। কীর্তনের জন্য তাহার কথা বুঝা যাইতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেও নাচিতে নাচিতে মায়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এতগুলি পুরুষ লোকের মধ্যে এইভাবে নাচা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। যাহা হউক ঐ ভাবে সে মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলে মা তাহাকেও একটি মালা পরাইয়া দিলেন। মায়ের গান চলিতেই লাগিল। আজিকার গান উপস্থিত সকলের মধ্যেই যেন একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। মা হাতে তালি দিয়া গান করিতেছিলেন। ফলে সকলেই মায়ের গানের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। একটি বিশেষ তন্ময়তা যেন মন্ডপ মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছিল। একটি পুরুষ ভক্তকে আমি ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিলাম। কীর্তনে এইরূপ দৃশ্য সচরাচর বড় দেখা যায় না।

বিভিন্ন স্থান হইয়া শ্রীশ্রী মার কাশীতে আগমন

২১শে পৌষ, মঙ্গলবার (ইং ৫।১।৫৪)

সংযম ব্রতের পর মা পুরী, জামশেদপুর, রাঁচি এবং কলিকাতা হইয়া গতকল্য দুন এক্সপ্রেসে কাশী আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। সঙ্গে ২০।২৫। জন ভক্তও আসিয়াছেন।

আজ সকালে আশ্রমে যাইতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। মা অন্নপূর্ণা মন্দিরের বারান্দায় ছিলেন। সকালবেলার পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছিল কীর্তন চলিতেছিল। মায়ের ভাবটিও আজ সরস দেখিলাম। একটি মহিলা এক ঝুড়ি ফলও মালা লইয়া মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। মা তাঁহাকে ফলগুলি কাটিয়া আনিয়া উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করিয়া, দিতে বলিলেন। তিনি ফলগুলি লইয়া নীচে চলিয়া গেলেন এবং ভুলক্রমে নিজের বটুয়াটি ঐখানে ফেলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে মা বটুয়াটি তুলিয়া লইয়া এক সন্ন্যাসিনীর (সংজ্ঞা দেবীর) নিকট উহা লুকাইয়া রাখিলেন। কিছুক্ষণ পর মা সংজ্ঞাদেবীকে বলিতে লাগিলেন–' তুমি সন্ন্যাসিনী হইয়া শেষে বটুয়া চুরি করিলে?' (সকলের হাস্য)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা শুনিয়া স্বামী শঙ্করানন্দজী বলিলেন, "আমরা যে দোষ করি তাহা এই ভাবেই করিয়া থাকি। বলিতে গেলে কোন দোষই আমাদের নয়। ঐগুলি সবই ভগবানের কার্য।"

স্বামীজীর কথার কোন উত্তর না দিয়া মা সংজ্ঞাদেবীকেই চুরির অপবাদ দিতে লাগিলেন। এইদিকে মহিলাটি ফল কাটিয়া আনিলে মা তাঁহাকে ঐগুলি সকলের মধ্যে বিতরণ করিতে বলিলেন। ফল বিতরণ প্রায় শেষ হইয়া আসিলে মা মহিলাটিকে বলিলেন, 'আমাকে যদি কিছু খাইতে দিতে চাও তবে একটি এলাচি দাও। বড় ঠান্ডা পড়িয়াছে।'

মহিলাটিকে তাঁহার বটুয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই মা ঐ কথা বলিলেন, কারণ মহিলাটি টাকা পয়সার সঙ্গে এলাচি প্রভৃতি মশলা ও ঐ বটুয়ার মধ্যে রাখিতেন। মহিলাটি এলাচি আনিবার জন্য কন্যাপীঠে যাইতে উদ্যত হইলে মা বলিলেন, "তোমার বটুয়ার মধ্যে যে এলাচি থাকে উহা হইতেই আমাকে একটি এলাচি দাও। তোমার বটুয়া কোথায়?" মহিলাটি বুঝিতে পারিলেন যে মা উহা লুকাইয়াছেন। কাজেই তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'উহা আমার কাছেই আছে।' এই বলিয়া তিনি মায়ের আসনের নীচে এবং পশ্চাৎ দিকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মা সংজ্ঞাদেবীর নিকট হইতে বটুয়াটি লইয়া মহিলাটির কাপড়ের মধ্যে ফেলিয়া বলিলেন, "তোমার বটুয়াত তোমার কাছেই আছে, তুমি এখানে কী খুঁজিতেছ? যে চুরি করে নাই তাহাকে এই ভাবে খানা তল্লাশ করিলে যে অপরাধ হয়, তাহা কি তুমি জান না? যাক তোমার এই অপরাধের জন্য আর তোমার এলাচি খাইব না" (সকলের হাস্য)'

*

গান

— মাতৃঅন্তপ্রাণ নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য

যদা যদা হি ধর্মস্য........................সম্ভবামি
এই রেখে গেছ শ্রীমুখের সুধামাখা বাণী,
আসিবে ধরার বুকে যুগে যুগে নব নব রূপে
হে মুরারি।
আজি ঘনঘোর কালিমায় ঘিরেছে ভারত
তুমি কি জাননা হরি
হে মুরারি।
কত দুঃখ কত অভিশাপ
কত ব্যথা কাতর বিলাপ

দারুণ দহন শিখা জড়ায়ে গহন ধূমে,
গোলক বেড়ি কাঁদে ঘুরিয়া ঘুরি।
হে মুরারি।
খোল আঁখি মেলো সুনয়ন,
আবার ভারতে কর শুভ আগমন।
আবার বাজাও বাঁশী,
ছড়াও মধুর হাসি।
বাঁচুক তোমার জীব হেরি শ্রীচরণ
হে মুরারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মাতৃ-দর্শনে ঢাকা গমন

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

এখন যে সময়কার কথা লিখিতে যাইতেছি সেই সময় শ্রীশ্রীমা অধিকাংশ সময়ই আপনভাবে সমাধিতে পড়িয়া থাকিতেন। বহু ডাকাডাকি করিয়াও তাঁহার মুখ হইতে কোন কথার উত্তর পাওয়া যাইত না। না জানি কোন আনন্দ সাগরে বিভোর হইয়া তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। ক্রমাগত ডাকিবার ফলে যদি বা ক্ষণিকের জন্য কখনও একটু সাড়া পাওয়া যাইত আবার না জানি কোন নেশার ঘোরে সুধা সমুদ্রের অতলতলে যেন তিনি নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। সাধন, ভজন কিংবা আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে হয় তো বা তিনি কোন সময় দুই একটি প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিতেন। আবার কখনও দেখা যাইত প্রশ্ন তাঁহার কর্ণে প্রবেশই করে নাই, সেই জন্য কোন উত্তরও তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাইত না। মায়ের সেই সময়ের ব্যবহারে আমরা ধারণা করিতে পারিতাম না যে তিনি আমাদের মত জগতের সাধারণ জীবকে চিনেন কি না। কয়েক বৎসর শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাতায়াতের পরও দেখিয়াছি তিনি আমার নাম পর্যন্ত জানেন না। জীবনের প্রথম দিকে জগতের প্রতি এমনই তাঁহার উদাসীনতা দেখা যাইত। এইরূপ অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য থাকা সত্বেও তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিবার নিমিত্ত মনটা সর্বদাই বড় ব্যাকুল থাকিত। আবার যে মা কবে কাশী আসিবেন এই সংবাদের জন্য প্রায়ই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী যাইতাম। তাঁহারাই মায়ের খবরাখবর পাইতেন। যখন তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিলাম যে মায়ের শীঘ্র কাশী আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই তখন ঢাকা গমন ব্যতীত মায়ের দর্শন আর কি করিয়া হইবে?

১৯৩০ কি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পূর্বে মায়ের দর্শনের নিমিত্ত মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কর্মস্থল হইতে তিন মাসের বিদায় লইয়া মা'র নিকট যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। মায়ের জন্য ব্যাকুলতা এতই তীব্র হইয়াছিল যে যদি কর্মস্থান হইতে ছুটি না পাই তাহা হইলে কার্যে ইস্তফা দিয়াও মায়ের কাছে ঢাকা যাইব–স্থির করিয়াছিলাম। বহুকাল পরে অর্থাৎ বিশ কি পঁচিশ বৎসর পর পূর্ববাঙ্গলায় যাইতেছি। কলিকাতায় আমার মাসীমার বাড়ী কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া রাত্রি আটটায় ঢাকা মেলে যাত্রা করিলাম। মাসীমা অনেক আগ্রহ করিয়াও একটি দিন আমাকে তাঁহার নিকট কলিকাতায় রাখিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি রিশেষ দুঃখিতই হইয়াছিলেন। মাকে প্রথম প্রথম দেখিয়া মানুষের মন যে তাঁহার জন্য কি রকম ব্যাকুল হয় তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। সেই কথা আজ মনে করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস্তিবকই আশ্চর্য হইতেছি। মায়ের কাছে থাকিবার যে কি আনন্দ তাহা যাহারা মায়ের নিকট বাস করেন নাই–তাহাদের ভাষার মাধ্যমে লিখিয়া বোঝান অসম্ভব। শারীরিক যতই অসুবিধা হউক না কেন তাহার দিকে কোন লক্ষ্যই যায় না। বর্তমানে আমার এই অপটু দেহ মায়ের সান্নিধ্য লাভের বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। প্রবল ইচ্ছা থাকিলেও স্নেহময়ী শ্রীশ্রী মায়ের কাছে যাইতে পারি না। ইহা কি আমার পক্ষে কম দুঃখের কথা! এই মর্মান্তিক দুঃখ সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। মায়ের সঙ্গে থাকিতে পারিলে কি আনন্দেই না দিনগুলি কাটিয়া যায়। যাঁহারা মায়ের সঙ্গে সদা বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই।

শিয়ালদহ স্টেশন হইতে ঢাকা মেল রাত্রি আটটায় ছাড়িবে। নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বেইআমি গিয়া গাড়িতে বসিয়াছি। আটটা কখন বাজিবে ইহা জানিবার জন্য প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তরই ঘড়ি দেখিতেছি। আমি যতই অস্থির হইতেছি ততই যেন সময়ের পরিমাণ আমার নিকট দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছিল। মিলনের আনন্দ মুহূর্তে শেষ হইয়া যায় কিন্তু প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদের দুঃখ যেন জগদ্দল হইয়া পড়ে, কিছুতেই সমাপ্ত হইতে চায় না। আমার গরজে তো আর গাড়ী নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ছাড়িবে না। এমন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। যথা সময়ে গাড়ী তো শিয়ালদহ হইতে ছাড়িল কিন্তু পথ যেন আর শেষ হইতে চায় না। ঢাকা মেলের প্রচণ্ড গতিটা যেন আমার নিকট গরুর গাড়ী বা মালগাড়ীর মত বোধ হইতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ঠেলিয়া উহার বেগ কিছু বৃদ্ধি করিয়া দেই, যাহাতে গন্তব্যস্থান মায়ের কাছে ঢাকা শ্রীঘ্রই পৌঁছিতে পারি। সারা রাত্রি গাড়ীতে যে কি উদ্বেগে আমাকে কাটাইতে হইয়াছিল তাহা একমাত্র অন্তরাত্মা শ্রীভগবানই জানেন আর ঢাকায় বসিয়া জানিয়াছিলেন আমাদের পরমস্নেহময়ী শ্রীশ্রীমা।

ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই আমাদের গাড়ী গোয়ালন্দঘাট স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। পদ্মা নদীর তীর হইতে সূর্যের উদয় দৃশ্যটি অতি মনোরম এবং উপভোগ্য। গোয়ালন্দঘাট স্টেশন এই পদ্মা নদীর পাড়ে। লোকে কতই না আগ্রহের সহিত এখান হইতে এই চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। ঐ সর্বজনপ্রশংসিত ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিবার আজ আমার অবসর কোথায়? মনেরও এরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিবার মত অবস্থা নাই। আমার মন পড়িয়া আছে মায়ের কাছে ঢাকায়, রমনার মাঠে। কোন দিকেই আর লক্ষ্য নাই– উদ্দেশ্য একমাত্র মাতৃ-দর্শন। এইরূপ মানসিক স্থিতির মধ্যে কি কখনও প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করা যায়? ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ী হইতে নামিয়া স্টিমারে গিয়া স্থান গ্রহণ করিলাম। যথা সময়ে জাহাজ ছাড়িতেছে না দেখিয়া আমার ব্যাকুলতার আর অন্ত নাই। আমার প্রারব্ধ-কর্মই এইভাবে মাতৃদর্শনে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। স্টিমার একটু বিলম্বেই ছাড়িল, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণে নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় অর্ধঘণ্টা পর উহার গন্তব্যস্থান নারায়ণগঞ্জ আসিয়া পৌঁছিল। হুড়াহুড়ি করিয়া স্টিমার হইতে নামিয়া পুনরায় রেলগাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। বেলা অনুমান আট ঘটিকার সময় বহু আকাঙ্খিত ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে ঘোড়ার গাড়ী রমনা অভিমুখে চলিতে লাগিল। বহু বাধা অতিক্রমের পর শেষ পর্যন্ত গাড়োয়ান আমাকে রমনা মাঠের গেটের ধারে নামাইয়া শ্রীশ্রীকালীমাতার মন্দির দেখাইয়া দিল। আমাকে নবাগত মনে করিয়া শকট চালক যে ন্যায্যাতিরিক্ত ভাড়া আমার কাছ হইতে আদায় করিয়া লইল, তাহা আমি বেশ বুঝিলাম। দর কষাকষি করিবার আমার অবকাশ কোথায়? মাতৃদর্শনের সীমাহীন উৎকন্ঠা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। কতক্ষণে মাকে দেখিব সেই কারণে অন্য কোন দিকে আর মন দিতে পারিতেছিলাম না।

মনের মাঝে একাগ্রতা, ব্যাকুলতা বা উৎকণ্ঠা ভগবদ্দর্শনের প্রধান উপায়। ভগবদ্দর্শনের জন্য মানবের মনে যদি প্রবল উৎকণ্ঠা চিরজাগরিত না থাকে তাহা হইলে সাধকজীবনের সার্থকতা কি? শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য ব্যাকুলতাই হইল বড় সাধনা। ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য আকুলতা জীবনে যদি না আসিল তাঁহা হইলে তাঁহাকে পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত জানিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

✶

"অখণ্ড ভাবে মনটাকে ভগবানের দিকে লাগান।
তা'হলে অখণ্ড দর্শন ও প্রকাশ আশা। পূজা, ধ্যান, পাঠ, কীর্তন যখন যেমন ইচ্ছা করে তা' নিয়েই সব সময় মনটা ভগবানের চরণে লাগাবার চেষ্টা।'

ব্যাকুল হতেই হবে। ব্যাকুলতা আমাদের স্বভাব। তাঁকে পাওয়ার ব্যাকুলতা আমাদের আপনি আসে। স্বধন লাভ হলেই এই ব্যাকুলতা চলে যায়।"

— শ্রী শ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুপ্রিয়াদিদির অপ্রকাশিত ডায়েরীর

কয়েক পৃষ্ঠা

১৩।১১।৭৬

আজ ভাবনগর হইতে পানুর লিখিত চিঠি পাইলাম। পানু লিখিয়াছে–"দিদি–দিল্লী থেকে রওনা হয়ে এসেছি গত ২৪শে অন্নকূটের দিন। কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যে এক খানা চিঠিও লিখে উঠবার সময় পাইনি। শুধু পরশুদিন পটলদাকে প্রথম একখানা চিঠি দিয়েছিলাম।

প্রায় ৩৬ ঘন্টার রাস্তা দিল্লী থেকে গোন্ডাল। পথে মার অবশ্য অসুবিধা সেরূপ কিছু হয়নি। তবে ছোট লাইনের গাড়ী এবং অবিশ্রান্ত ঝাঁকুনিতে আমরা সকলেই একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম ঠিকই।

গোন্ডালে পৌঁছামাত্র যে কর্মসমুদ্রের মধ্যে পড়ে গেলাম তার মধ্যে থেকে আর নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ ছিলনা মোটেই। প্রায় শত লোকের থাকার ব্যবস্থা, মহাত্মাদের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা, প্যান্ডেলের ব্যবস্থা সব একা আমারই সামলাতে হয়েছে এবার। সঙ্গে আমার সহকর্মী একমাত্র রাজা সহেবের সেক্রেটারী। ভোর ৬টা থেকে কাজ আরম্ভ হত অবিশ্রান্ত গতিতে একেবারে রাত্রি সাড়ে ১২টা। ১টা পর্যন্ত। এবার মহাত্মাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা এত জটিল ছিল যে অন্যান্য সব ব্রহ্মচারীদের সাহায্য বাদ দিয়ে একা আমারই সব কাজের ভার তুলে নিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। কারণ ওখানে রাজমহলের ব্যাপার। আমাদের আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীদের পক্ষে সব দিকে সামাল দিয়ে কাজ করা খুবই কঠিন ছিল। খাওয়ার বিভাগে সরলা ও মিথিলেশ ছিল। স্বরূপানন্দকেও মা ভার দিয়েছিলেন দেখাশুনার জন্য। শুদ্ধাচারী বিভাগ গঙ্গার উপর। মহাত্মাদের খাওয়া দাওয়া ছিল সম্পূর্ণ আমার উপর। পরিবেশন করত জয়া ও গঙ্গা।

প্যাণ্ডেলের কাজও এবার বাধ্য হয়ে আমাকেই শেষ সময় দেখতে হয়েছে। কারণ নির্মল একেবারে শেষ মুহূর্তে প্লেনে এসে পৌঁছেছিল।

স্বামীজীর শরীরটা বেশী দুর্বল মনে হয়। কারণ অধিকাংশ সময় শুয়েই থাকতেন। এবার কোনও কাজের মধ্যেই স্বামীজী ছিলেন না, তা ছাড়া এবার ঐ শরীরে স্বামীজীর পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

মহাত্মারা এবার প্রায় সকলেই এসেছিলেন একমাত্র বিষ্ণুআশ্রমজী ও অখণ্ডানন্দজী ছাড়া। যাঁরা সচরাচর ২।৩ দিনের বেশী থাকেন না তাঁরাও এবার রাজ অতিথি হয়ে পুরা সপ্তাহ থেকে গেলেন।

সপ্তাহের ব্যবস্থা সত্যিই রাজসিক ছিল। খরচ করে সপ্তাহ আগে জয়পুরিয়াও করেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু এবারকার সংযম একেবারে record break করেছে। সব কিছুই রাজসিক ভাবে। খরচ কত হয়েছে শুনলে মাথা ঘুরে যায়। একলক্ষ আশী হাজারের উপরে। মহাত্মাদের সকলকে ৫০১ করে এমন কি আশ্রমের সাধুদের ৩০১ এবং মেয়েদেরও ৫১ করে দেওয়া হয়েছে। অবস্থা বুঝতেই পারছ একমাত্র রেল এবং প্লেনের টিকিটেই আমার হাতে খরচ হয়েছে ২১ হাজারের উপরে। বাকী ১০।১২ হাজারের টিকিট ওরা নিজেরা কিনে দিয়েছে।

অধিকাংশ মহাত্মারা প্লেনে যাওয়া আসা করেছেন। নির্মল নির্বাণও প্লেনে।

ভাবনগর—

সপ্তাহের পরের যে প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে সেটার কথা ভাবলেও মাথা ঘুরে যায়। ৭ই দুপুরে রওনা হয়ে মোটরে মা ৯০ মাইল দূরে রানাভাও যান। সেখানে রাম সীতার মূর্তি স্থাপনা হল গতকাল সকালে। প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হওয়া মাত্র সঙ্গের প্রায় ২২/২৩ জনকে বাসে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। মা রওনা হলেন সন্ধ্যে বেলার ট্রেনে। সঙ্গে উদাস, অনুসূয়া, স্বামীজী, নির্বাণ, দাসু, গঙ্গাও আমি। আজ সকালে ৭টায় এখানে (ভাবনগরে) এসে পৌঁছেছি মার সঙ্গে। জয়ন্তী ভাইর নূতন বাড়ীতে মার জন্য বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছে। অন্য সকলে পাশের বাড়ীতে আছে।

এখানে এক বেলা থেকে আজ রাত্রের ট্রেনে রওনা হয়ে আগামী কাল সকালে পৌঁছাব আমেদাবাদ। সেখানে একবেলা থেকে আবার রাত্রে রওনা হবার কথা বম্বে। বম্বেতে পৌঁছে ভাইয়ার বাড়ীতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে মোটরে পুনা যাওয়ার কথা।

পুনাতে দুইদিন থেকে ১৪ই বম্বে ফিরবার কথা। বম্বেতে দুইদিন থাকার কথা। তারপর ১৬ই সন্ধ্যাবেলা মার রওনা হয়ে ১৭ই দুপুরের পরে পৌঁছবার কথা করৌলী। সেখানে শতচন্ডী অনুষ্ঠান হবার কথা ১৮ই থেকে ২২শে পর্যন্ত। মা ২০শে রাত্রে দিল্লী রওনা হবেন। দিল্লীতে ২২শে সকালে পৌঁছে আশ্রমে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে বিকাল ৪টার গাড়ীতে পাটনা রওনা হবার কথা। মার সঙ্গে আমরা ১৩।১৪ জন থাকব। বাকী সকলে অন্য ট্রেনে যাবে। মোগল সরাইর উপর দিয়ে ভোর সাড়ে ৪টায় ২৩শে মা পাস করবেন। বাকী সব ছেলে মেয়েরা ভোর ৪টায়।

পাটনাতে ২৩শে সকালে পৌঁছে হাথুয়া রাজবাড়ীতে গিয়ে সেখানে খাওয়া দাওয়া করে সামান্য কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মা সেইদিন রাত্রেই টাটানগর যাবেন। পরদিন সকালে টাটা পৌঁছে মোটরে আরো ৪০ মাইল গিয়ে বেলা ১০টা নাগাদ মা চাকুলিয়া শহরে পৌঁছবেন। সেখানে অখণ্ডানন্দজী প্রভৃতিকে নিয়ে বিরাট সম্মেলন চলছে। মাকে সেখানে ১০দিন থাকার জন্য বিশেষ পীড়াপিড়ি চলছে। মার অবশ্য একরাত্রি থেকেই পরদিন সন্ধ্যায় আবার টাটা ফিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে রাত্রের গাড়ী ধরে ২৬শে সকালে পাটনা পৌঁছবার কথা। সেইদিন সকাল থেকেই সেখানে হাথুয়ার রাজবাড়ীতে ভাগবত সপ্তাহ আরম্ভ হবে। ২৬শে থেকে ৩রা পর্যন্ত ভাগবত। মা পূর্ণাহুতি হয়ে গেলেই ৩রা রাত্রে খুব সম্ভব রাঁচী রওনা হবেন। সেখানে ১লা থেকে মার শরীরের জন্য শতচন্ডী অনুষ্ঠান চলবে। ৬ই পূর্ণাহুতি। রাঁচীতে ৬ই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে কোন দিকে যাওয়া এখনও কোনও কথা হয়নি। তোমাকে আগামী সব গতিবিধি বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে রাখলাম। কারণ প্রাইভেট প্রোগ্রাম কিছু নেই। মার ত কথা–"শরীর ঠিকঠাক থাকলেই সবকিছু।" মার শরীরটা বিশেষ খারাপ না। আবার ভালও না। গোন্ডালে বিশেষ পরিশ্রম হওয়া সত্ত্বেও শরীরটা সেরূপ বাড়াবাড়ি খারাপ ছিল না। মার সম্বন্ধে সব কথা জয়া, পুষ্পদির কাছেই শুনবে। মার সেবা উদাস ও মামীমা প্রভৃতি চালিয়ে নিচ্ছে। সন্ধ্যা, নীলিমা কনখল ফিরে যাচ্ছে।

চিঠি তুমি বম্বের ঠিকানায় অবশ্য দিও। ১৬ইর পর আমরা করৌলী যাচ্ছি।

ইতি বিনীত পানু।"

এর মধ্যে চিত্রারও একটি চিঠি আসিয়াছে। চিত্রা লিখিয়াছে–"মার শরীর মোটা মুটি। সংযমের প্রোগ্রাম চলছে মা যেমন বসেন বসছেন। বড় বড় মণ্ডলেশ্বর ৮জন এসেছেন।"

১৮/১১/৭৬–

আজ স্বামীজীর চিঠিতে জানিলাম, এবার সংযমে মহাত্মারা রাত্রি ১০টা ১০॥টা পর্যন্ত মার কথা শুনিবার জন্য বসিয়া থাকিতেন।

আজ কথায় কথায় কান্তির (কন্যাপীঠের চার্জে আছে) মুখে শুনিলাম গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় নাকি একবার কোনও কথায় বলিয়াছিলেন যে মা মায়ের নিজের শক্তি এমন গুপ্ত করিয়া রাখেন যে কাহারও একটু আভাসও পাওয়ার উপায় থাকেনা। মায়ের সামনে কথা হইয়াছিল মা শুনিয়া খুব হাসিলেন।

১৯/১১/৭৬

আজ করৌলী হইতে পানুর টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে মা ভালভাবে করৌলী পৌঁছিয়াছেন। ২১ তারিখ দিল্লী রওনা হইবেন।

২১/১১/৭৬

আজ চিত্রার চিঠি আসিয়াছে। লিখিয়াছে–"রাণা ভাও থেকে ভাবনগরে মা সাড়ে ৭টায় ট্রেনে পৌঁছালেন। জয়ন্তীভাই এবারে একবেলার জন্যেও খুব ভাল থাকার ব্যবস্থা সাধুদের ও মেয়েদের আলাদা আলাদা করেছিল। বসুর তত্ত্বাবধানে খাওয়াও ভাল ছিল–গুজরাটী পদ আইসক্রীম, শ্রীখণ্ড-মেথীর পরোটা ইত্যাদি। জয়ন্তীভাইর মেজ মেয়ে মালতী যে চোখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ

কৌস্তুভ জয়ন্তী

আমরা অতি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ কৌস্তুভ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করছে এবছর। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদধন্য কন্যাপীঠ স্থাপিত হয়েছিল আজ হতে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে শারদীয়া নবরাত্রির প্রতিপদ তিথিতে ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ সালে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ খেয়ালে। এই আবাসীয় সংস্থাটি কন্যাদের জন্য মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয় রূপে প্রাচীন গুরুকুল পরম্পরায় সঞ্চালিত হয়ে আসছে সুদীর্ঘ বৎসর ধরে। একদিন যে অতি লঘু কোমল মহীরুহ আদরে যত্নে রোপিত হয়েছিল শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়াদিদির দ্বারা কালান্তরে তা শ্রীশ্রী মায়ের প্রেম-করুণা-কৃপাধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে পুষ্পিত পল্লবিত ও মধুর ফলপ্রসূ রূপে বর্দ্ধিত হয়েছে।

এই শুভ মঙ্গলময় অবসরে কন্যাপীঠের কৌস্তুভ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যথাযোগ্য কার্যক্রম প্রস্তাবিত হয়েছে। ৫ই অক্টোবর, ২০১৩ শরৎ নবরাত্রিতে প্রতিপদ তিথিতে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজার সঙ্গে কার্যক্রমের আরম্ভ হয়েছে।

ভবিষ্যতের কার্যক্রম সাকারে পরিণত করার জন্য নিম্নলিখিত রূপরেখা নির্দ্ধারিত হয়েছে-

১. শ্রদ্ধেয়া গুরুপ্রিয়া দিদির জন্মদিনে সংস্থাপিকা দিবসরূপে কন্যাপীঠের বার্ষিকোৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

২. পুস্তক প্রকাশন।

৩. কন্যাপীঠের বার্ষিক পত্রিকা 'আদরিণী'র বিশেষ প্রকাশন। আমরা কন্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্রীদের অনুরোধ জানাচ্ছি, যে তারা শ্রীশ্রী মা ও গুরুপ্রিয়া দিদি সম্বন্ধে 'স্মরণাঞ্জলি' ও নিজেদের মায়ের সঙ্গে কোনও অবিস্মরণীয় ঘটনা অবশ্য লিখে পাঠান, যাতে তাদের লেখায় পত্রিকাটি সুশোভিত হতে পারে। এই পত্রিকাতে সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী ও বাংলাতে লেখা প্রকাশিত করা হয়।

এই সম্বন্ধে কন্যাপীঠের হিতৈষীও মাতৃভক্তদের কাছ হতে আরো নির্দেশ, উপদেশ, বিচার-পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি

কার্যকারিণী সমিতি

"বাইরে পড়া লেখার অনেক স্কুল কলেজ আছে, মনে রেখো এখানকার উদ্দেশ্য হল আদর্শ চরিত্রগঠন।"

— শ্রী শ্রী মা

সৌজন্যে : শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী শ্রী মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়

প্রোফেসার (ডাঃ) এইচ.এস. বাজপেয়ী— 'মা আনন্দময়ী চিকিৎসারত্ন'-২০১৩

স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত ডাঃ বাজপেয়ীজী বর্তমানে মায়ের হাসপাতালের ভাইস্‌প্রেসিডেন্ট এবং মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট। এর আগে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে "চিকিৎসাবিজ্ঞান সংস্থানে" মেডিসিন বিভাগের অধ্যক্ষ এবং নিদেশক পদে সমাসীন ছিলেন। তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে শ্রীশ্রী মায়ের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত এবং চিকিৎসা বিষয়ক পরামর্শপ্রদাতা রূপে মায়ের হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

একজন বরিষ্ঠ চিকিৎসকরূপে শ্রী বাজপেয়ীজীর হাসপাতালের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে মহতী ভূমিকা রয়েছে। দূরদূরান্তের গ্রামাঞ্চলেও স্বাস্থ্য পরিষেবায় যোগদান করে হাসপাতালের কঠিনতম পরিস্থিতিতেও শ্রদ্ধেয় পানুদার সঙ্গে এক সুদৃঢ় সংরক্ষকরূপে তাঁর উপস্থিতি অবশ্যই শ্লাঘনীয়।

প্রোফেসার (ডাঃ) শৈলদুবে– 'মা আনন্দময়ী চিকিৎসারত্ন'–২০১৩

ডাঃ দুবে মায়ের চিকিৎসালয়ে বরিষ্ঠ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ রূপে গত ২০ বছর ধরে কার্যরত আছেন। এর আগে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে প্রসূতি এবং স্ত্রীরোগ বিভাগে খ্যাতিপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত ছিলেন। বারাণসীতে সম্ভবতঃ তিনিই সর্বপ্রথম লন্ডন (য়ু.কে.) হতে স্নাতকোত্তর বিশিষ্ট 'D.R.C.O.G.' প্রাপ্ত মহিলা। চিকিৎসা সেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মায়ের হাসপাতালে স্পেশাল ওয়ার্ডে একটি কক্ষ এবং চিকিৎসালয়ের পরিসরে "সন্তনিবাস" নির্মাণ করিয়ে উৎকৃষ্ট সেবার নিদর্শন স্থাপন করেছেন।

শ্রী ডি.এন. গুপ্ত—

শ্রী ডি.এন. গুপ্ত মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ে গত ৩৩ বছর মায়ের হাসপাতালের অন্তরঙ্গ বিভাগের ওয়ার্ড মাস্টার রূপে কার্যরত আছেন। তিনি চিকিৎসালয়ের কোয়ার্টারেই বাস করেন, সর্বদা অন্তরঙ্গ বিভাগে ওষুধের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব নিকাশ সব তিনিই করে থাকেন। সহযোগীদের সহযোগিতায় তিনি রোগীদের অ্যাড্‌মিশন ও ডিস্চার্জ অথবা রোগী সেবার কাজে নিরত থাকেন।

"রোগরূপী জনার্দন সেবা"

–শ্রীশ্রী মা

সৌজন্যে : শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাক্তার তাঁর হাসপাতাল দেখাতে মাকে নিয়ে যান ও মার চোখও পরীক্ষা সেখানে হয়। তারপর জয়ন্তীভাই মাকে ষোড়শোপচারে পূজা করে। মালতীর নিজের টাকায় চোখের হাসপাতাল খুলবে সেখানে ফাউনডেশনে মা গেলেন। বড় মেয়ের নাতনীর মুখে ভাত দিলেন মা। দুপুরে একটু বিশ্রাম করে আবার সন্ধ্যেতে ভাবনগর প্যালেস ও ৩/৪ বাড়ী যথা ভাস্করের বাড়ী-ভদ্রাবেনের বাড়ী সব যাওয়া হলো। রাত ১০টায় ট্রেনে আমেদাবাদ রওনা হলেন। ১০ই সকাল থেকে আমেদাবাদ, বেলা ১১টায় আমেদাবাদে চিনুভাই অসুস্থ তার বাড়ী ইত্যাদি। রাতের ট্রেনে বম্বে রওনা হলেন। ১১ই সকালে ৮টায় বম্বে পৌঁছে ১০টায় প্রতাপভাইয়ের মন্দির দর্শন করতে যান। বেলা ১টায় (বৃহস্পতিবার) পুনা রওনা হয়ে ১১ই সন্ধ্যে থেকে ১৪ই সকাল ৮টা অবধি পুনায় বাস। পুনার লোকেরা মাকে খুব ভাল মতন পেলো। নাগপাল দম্পতির পুত্রের উৎসব হলো। মন্দিরের সব ঠাকুরদের অভিষেক ও ষোড়শোপচার পূজা নির্বাণদা করলেন ১২ই। ১৩ই সন্ধ্যেবেলা মা নানা বাড়ী বাড়ী ঘুরলেন নিজের খেয়ালে। মার শরীর ভালই। একটু মুখ একদিন ফুলেছিল। ১৬ই করৌলী রওনা হবেন। করৌলী হতে ২২শে সকাল দিল্লী পৌঁছাবেন। আবার সেদিন রাত্রের ট্রেনে পাটনা রওনা হবেন।"

২৬/১১/৭৬

আজ ফোন আসিয়াছে যে মা চাকুলিয়া হইতে পাটনা পৌঁছিয়াছেন। মা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে দিদি কেমন আছে? পানুও তিন-চারদিনের মধ্যে আসিবে।

২৭/১১/৭৬

আজ চিত্রার চিঠি আসিয়াছে যে গতকাল রাতে মা সিংভূমে চাকুলিয়াতে পৌঁছিবেন।

২৯/১১/৭৬

আজ পানু আসিয়াছে। তার হাতে পুষ্প চিঠি দিয়াছে। চিঠিতে এই লেখা—"মা বলিলেন—নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া চলা ফেরা করিয়া সুস্থ থাকিবেন। রৌদ্রে যেন একটু থাকেন। কুম্ভে তো মায়ের যাওয়ার কথা—সেই সময় তো দিদির সঙ্গে দেখা হওয়াই। চিঠি পাইয়া পানুদার হাতে উত্তর দিতে মা বলিলেন।"

৭/১২/৭৬

আজ চিত্রার চিঠিতে মায়ের পাটনার খবর সব বিস্তৃত ভাবে পাইলাম। সে লিখিয়াছে "আপনার সব চিঠি ঠিক মতন পেয়েছি। মাকে বলেছি। এত রকম প্রোগ্রাম ও ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটে যে বড় চিঠি লেখা হচ্ছে না। এখানে সব দর্শনই প্যান্ডেলে হয়। আমরা না বললে কেউ মার বাড়ীর ভিতরে যেতে দেয়না। সকালে ৮টা হতে ৯:৩০ প্রায় দিনই দশ বারোজন করে দীক্ষা থাকে। তারপরই মা প্যান্ডেলে যান ১০টা নাগাদ। যে পণ্ডিত ব্যাখ্যা করে তাঁর শেষাংশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বসেন। তারপর ১০:৩০ হতে ১১:৩০ অখণ্ডানন্দজী বলেন ভাগবতের উপর ভাষণ। স্বামীজী ও আমাদের সাধুরা সবাই বসে। ছবি ও কৃষ্ণপ্রিয়া এসেছিল তিনদিনের জন্য। মা ১২টা নাগাদ প্যান্ডেল থেকে ঘরে আসেন। তখন কিছু গণ্যমান্য লোকেদের প্রণাম হয়। তারপর দুপুরে খেতে খেতে দেড়টা। তারপর ৪টে অবধি বিশ্রাম নেন। ৪:৩০ এ প্যান্ডেলে যান। অখণ্ডানন্দজী ৫টা হতে ৬টা পর্যন্ত বলেন। তারপর মা ঘরে আসেন। ৭টা অবধি বিশেষ লোকেদের দর্শন ঘরে হয়। ৭টা হতে ৮টা মা ঘরে একা বিশ্রাম করেন। ৮টা হতে ৯টা প্যান্ডেলে মাতৃলীলা হয়। তারপর আবার কিছু দর্শন ভেতরে হয়। রাত ১০টা হতে ১১:৩০ বাড়ীর লোকেদের প্রাইভেট। মার শুতে শুতে ১২টা এর মধ্যে শরীর মোটামুটি ভালই রেখেছেন, ফোলা নেই এখনও অবধি। রাঁচীতে তো আশ্রমে তিনদিন ও রাত রাজবাড়ীতে চারদিন। প্রথম তিনদিন খুবই ভীড় হবে আশ্রমে। এই একমাস মা যা ঘুরছেন, এই শরীর নিয়ে, ভাবা যায়না–তবু মনে হয় যে এখন শরীরের উপর খেয়াল রেখেছেন তাই পারছেন। পায়ের ব্যথা কম-পেটের ভেতরে ফোলা কম তাই রক্ষা।”

খুকুর (রাচ্চুদার বোনের) চিঠি এর মধ্যে অনেক মুস্কিলে একদিন সকালে দীক্ষা ছিল না তাই শোনাতে পারলাম। চিঠিটা বড় মর্মস্পর্শী–কালুদার বিষয় যা লিখেছে মা শুনে বললেন–যে কালু কোথায়? দুর্গাপুর থেকে কোলকাতায় এলে হয়তো ভবিষ্যতে মার সঙ্গে দেখা করানো যেতো। (ধনা পিসিমার ছেলে কালুদা) তার বুকে যন্ত্র বসিয়ে হার্ট চালু, রাখা হয়েছে।

আপনার শরীর একটু ভাল জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। সাবধানে থাকবেন। নির্বাণদা আজকাল মার সঙ্গে থাকেন ও মাকে ভীড়ে বেশ সামলান। গতকাল গীতা জয়ন্তী হল খুব সুন্দর ভাবে এখানে। বিশুদ্ধা খুব সুন্দর সাজায়। নির্বাণদা সকাল ৫॥-টায় প্রথমে মার ঘরে পঞ্চোপচার পূজাও আরতি করেন। মা উঠেই এসে বসলেন। তারপর আমরাও সাধুরা ৬টা হতে ৮টা সমবেত ভাবে সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করি। তারপর নির্বাণদা গীতার পুস্তকের পূজো ষোড়শোপচারে করেন। তারপর অখণ্ডানন্দজী এসে পূজো দর্শন করে একটু ভাষণও ১৫মিনিট দিলেন। তারপর আরতি ও হোম হলো। মা খুব খুশী ছিলেন। সব সুষ্ঠুভাবে মেয়েরা সবাই মিলে করেছিল। ভাস্করদা দীক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকেন। স্বামীজী দুবেলা অখণ্ডানন্দজীর পাঠে বসেন। তাছাড়া ঘরে শুয়ে বসে কাটান। গঙ্গা স্বামীজীর রান্না করে ও ভান্ডার দেখে, তরকারী কাটে ও কাটায় ও আমাদের পরিবেশন করে। অখন্ডানন্দজীর জন্য ভাল ভাল রান্না ছবি তিন দিন করল নয় তো গঙ্গা করে। রাতে রাধা রুটি বেলে তেওয়ারী ভাজে। প্রতিমাও রাতের তরকারী রাঁধে। অনেক খবর দিলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দেরাদুনে দেবেন।”

*

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে"

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুধীর দত্ত

অর্জুনের পরিচয়

গুরুবাক্য শ্রবণ ও মনন করতে করতে অর্জুন পৌঁছে গেছেন এমন এক স্থির মানসোত্তর স্তরে যেখানে সমস্ত কর্ম স্তব্ধ এবং বিরাজ করছে নিমিলিতচক্ষু মুনিদের নৈষ্কর্ম, কেননা তা-ই প্রচলিত সমাধি বা সমে অধিষ্ঠিত ভূমির অবস্থা। সে এক পরম শান্তি এবং ধ্যানমগ্ন নিষ্ক্রিয়তার ভূমি। এখানে প্রপঞ্চের উপশম, বৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ, শত্রু-মিত্র নেই, যুদ্ধ নেই, যুদ্ধক্ষেত্রও নেই। আছে এক অগাধ অবাধ আনন্দময় ভাবসমুদ্র। অথচ অর্জুন বিস্মৃত হন নি যে গুরু তাকে বারবার যুদ্ধকর্মে, যদিও তা নিষ্কামবুদ্ধিতে, প্রবৃত্ত হতে উপদেশ দিয়ে চলেছেন। কিন্তু নিষ্কামবুদ্ধিতে কৃত হলে কি কর্ম কর্ম নয়? প্রকৃতি এবং ধর্মে, কর্ম কি অস্থিরতার নামান্তর নয়? সমাধি যেখানে নিবৃত্তিযোগের পরিণাম, যুদ্ধরূপ প্রবৃত্তিমার্গের সঙ্গে তা কিভাবে সঙ্গত? এক কথায় অস্থির কর্ম আর সমাধিমগ্নের স্থিরতা, এ দুয়ের সহাবস্থান কিভাবে সম্ভব? ফলত, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সকলের মনের কথার প্রতিধ্বনি করে উচ্চারিত হল অর্জুনের পরিপ্রশ্ন। এবং কথা-উপাদানে গদ্যস্বভাব হয়েও এক আশ্চর্য ধ্বনিগাম্ভীর্যে তা বেজে উঠল হৃদয়-সংপৃক্ত কবিতার মতো--

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥(২/৫৪)

—হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কী ভাষা অর্থাৎ কী কী লক্ষণ। প্রশ্নকে আরও বিস্তৃত ও স্পষ্ট করে বললেন, এরকম ব্যক্তি কিভাবে কথা বলেন অর্থাৎ রাগদ্বেষময় সংসার তাঁর মধ্যে কিরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ব্যক্ত হয় বাক্যে? তিনি কিভাবে থাকেন বা তাঁর নিত্য স্থিতি কেমন? এবং তিনি কিভাবে জগতে বিচরণ করেন?

অর্জুন যে জিজ্ঞাসু বা কঠশ্রুতির ভাষায় 'লব্ধা' হিসেবে যথেষ্ট কুশলী তা তাঁর প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা মান ও গভীরতা থেকে সহজে অনুমেয়। তিনি সমাধিতে বুদ্ধির অচলতার অর্থ বুঝেছেন কর্মহীন ব্রহ্ম-সমাহিতি, বিষয়-বিষয়ীর ঐক্য, এ যেন বা নুনের পুতুলের সমুদ্রে গলে যাওয়া। কিন্তু গুরু ও সখার কথায় আছে যুদ্ধকর্মরূপ বিষয় এবং যোদ্ধা অর্জুনরূপ বিষয়ীর উল্লেখ। কিন্তু যে গলে যায় সে আবার যুদ্ধ করবে কি করে? কেননা এবংবিধ গলনে তো স্ব-সত্তা থাকে না যে সে নিমিত্তও হবে?

আশ্চর্য বক্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু শুধু 'আশ্চর্য বক্তা'-ই নন, অন্তর্যামীও বটে। তিনি বুঝে নিয়েছেন অর্জুনের দ্বন্দ্বের কারণ। অর্জুন একই সঙ্গে পাখি এবং চারদিকের ডালপালা দেখেন না। আবার যখন পাখির চোখ দেখেন তখন পাখিটির অন্যান্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তাঁর দৃষ্টিতে থাকে না। একাগ্রচিত্ত মহাযোগীর সমূহ লক্ষণ অর্জুনে বর্তমান। যিনি বিষয়াতীতে আরূঢ়, ফলত গীতার ভাষায় 'স্থানুরচলঃ' (২/২৪)– স্থানু ও অচল, তিনি আবার রণক্ষেত্রে যোদ্ধারূপে ক্ষিপ্র এবং চলমান হবেন কিভাবে? অচল কি চলতে পারেন? বুদ্ধিমান অর্জুনের প্রশ্ন খুবই সমীচীন এবং প্রণিধানযোগ্য। কেননা ঈশোপনিষদে–তদেজতি তন্নৈজতি (ঈশ) তিনি যুগপৎ চলেন এবং চলেন না, এরকম যৌগপদ্যের কথা বলা হলেও জীবের জীবনে কিভাবে তার বাস্তবায়ন সম্ভব, অর্জুনের প্রশ্ন সেখানেই।

সখা ও সারথী শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে 'ধর্মসংমূঢ়' অর্জুন সম্প্রতি গুরুরূপে বরণ করে উপদেশ প্রার্থনা করেছেন তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং ভগবান। তাঁর সেই গুরু যিনি এখনো তাঁর স্বরূপ শিষ্যের সামনে উন্মোচিত করেন নি, তিনি চান অর্জুন তাঁর মতই সংসারে ব্যবহারপরায়ণ হোন এবং এই ব্যবহারের নেপথ্য-স্থিতি জানুন। এই নেপথ্যকে যদি জ্ঞান বলা হয় তবে ব্যবহার হল কর্ম। তার মানে জ্ঞানই বিকীর্ণ হোক কর্মরূপে! আর এই-ই শ্রীকৃষ্ণ-কথিত স্বরূপ-প্রাপ্তি, রূপের মধ্যে স্ব-রূপের প্রকাশ, কর্মের মধ্যে প্রজ্ঞার ছটা। আর পুরুষোত্তম ভগবান তো এভাবেই জগৎ-কর্ম নির্বাহ করেন, চলা ও নিশ্চলতাকে একাধারে ধারণ করে, যার কথা বিস্তারিত করবেন পরবর্তীকালে। তাঁকে এভাবে জানাই নিজকে সমগ্রভাবে পাওয়া। আর যিনি এভাবে নিজেকে পান তাঁর অনুভব হয়, স্থিতি এবং গতি দৃশ্যত ভিন্ন হলেও বস্তুত এক। যিনি অচল চলছেন তিনিই। অর্জুনের বর্তমান স্থিতিতে এই দুই যুগপৎ অনুভব্য নয়। তাই গুরু ধাপে ধাপে অর্জুনকে উন্নীত করতে চাইলেন। সেই তুঙ্গভূমিতে যেখানে জ্ঞান ও কর্ম, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি নির্বিরোধে সহচরিত। আর সেভাবে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করতে করতে নিয়ে চললেন ব্রাহ্মীস্থিতির স্পষ্টতায়। সেখানে কোনো বাহ্যলক্ষণ নেই, নিষ্ক্রিয়তার কথা নেই। এবং বিশেষভাবে যা লক্ষণীয় তা হল শিষ্যের জিজ্ঞাসায় এমনভাবে বেজে উঠলেন তিনি যে এক প্রাণিত কবি-পুরুষের মতো তাঁর মুখ-নিসৃত অমৃত বর্ণের বাক্ থেকে স্পন্দিত হতে লাগল গভীরতম অর্থব্যঞ্জনার এক আশ্চর্য ধারাসার–"শব্দব্রহ্ম চ যৎপরম", শব্দব্রহ্ম এবং শব্দোত্তর সেই পরম সত্য। অনর্গল বলে চললেন গুরু, নির্ভার পরপর আঠারোটি শ্লোকের (২/৫৫-৭৩) অনুচ্চ সহজতায়। "প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান পার্থ মনোগতান্ আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে। (২/৫৫) যার অর্থ যিনি মনকল্পিত বাসনাসমূহের দ্বারা বাহিত না হয়ে তাদের প্রভুরূপে নিজের মধ্যে আনন্দের সন্ধান পেয়ে নিজেতে নিজে তুষ্ট হয়েছেন, তাঁকেই স্থিতপ্রজ্ঞ জেনো।

✶

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপোভূমি দর্শন (৩)

ডঃ সুচরিতা ঘোষ

শ্রী শ্রী মায়ের অপার করুণা, দেখছি মনে জমে থাকা ছোটোখাটো শুদ্ধ ইচ্ছাগুলি তিনি কেমনভাবে পূর্ণ করে দিচ্ছেন আর শেষের দিনগুলো আনন্দে ভরিয়ে রেখেছেন। আমাদের সৎসঙ্গ ভবনে নিত্য শ্রীমায়ের লীলাকথা শোনার সুযোগ পাই। তখন তাঁর লীলাস্থলীগুলি দেখার বড়ো সাধ হয়। আর বড়ো সাধ হয় সেখানে তাঁর লীলাসঙ্গী সাধু, সন্ন্যাসিনী, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারীণীদের মুখে, তাঁদের জীবনে শ্রীমায়ের সঙ্গের অনুভব ও লীলাপ্রসঙ্গ শোনার। বয়স ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে নিজের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্নে আশ্রমে যাবার কথা ভাবতেও ভয় করে। তবু বুঝতে পারি এই আকুতি তাঁরই দান আর সুযোগও তিনিই করে দেন।

ভবনের ভক্তেরা ঠিক করলেন যে এবারে শ্রীমায়ের বৃন্দাবন, হরিদ্বার, দেরাদুন, রায়পুর ও দিল্লী আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন থাকা।

এই নিয়ে আমরা তৃতীয়বার সবাই মিলে তীর্থ-দর্শনের জন্য যাত্রা করলাম। প্রত্যেক জায়গাতেই আমরা শ্রীশ্রী মায়ের আশ্রমেই ছিলাম। শুনেছি আশ্রমবাস বহু ভাগ্যে ঘটে। জন্মান্তরের সংস্কারের এতে শুদ্ধি হয়। এই সব আশ্রমে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছ থেকে শ্রীমায়ের বিভিন্ন লীলাকথা শোনাও এক দুর্লভ আনন্দের অনুভূতি। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে এ এক বিরল সুযোগ। এবার আমাদের দল সবচেয়ে বড়ো ছিল। একসঙ্গে আমরা ষোলো জন ছিলাম। সর্বত্র একসঙ্গে ঘুরেছি, খাওয়াদাওয়া ও রাত্রি যাপন করেছি। শোওয়ার ব্যবস্থা, ট্রেনের আসাযাওয়ার টিকিট কাটা, গাড়ির ব্যবস্থা, মালপত্র ঠিকমতো সামলানো সবই সঙ্গের ভাইয়েরাই করেছেন। সেজন্য ভাইদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা বোনেরা এই মহাপ্রাপ্তির কারণে কদিন মহা আনন্দে ছিলাম। বহুদিন পর নিত্যদিনের সাংসারিক আবহাওয়া থেকে কিছুদিনের জন্যে মুক্তি পাওয়া গিয়েছিল। প্রথমে আমরা বৃন্দাবন ও মথুরা দর্শন করেছি, তারপর হরিদ্বার (কনখল), ঋষিকেশ, দেরাদুন ও শেষে দিল্লী হয়ে কলকাতা ফিরেছি। সর্বত্রই তিন রাত করে কাটিয়ে সবসুদ্ধ ১৫ দিনের (১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে পয়লা মার্চ) যাত্রায় এতগুলি তীর্থস্থান দেখা হয়েছে।

বৃন্দাবন ও মথুরা

পনেরোই ফেব্রুয়ারি আমরা দারুণ উৎসাহে ভোর ৬-১৫ মিনিটের মধ্যে মালপত্র নিয়ে সৎসঙ্গ ভবনে এসে হাজির হলাম। দেখলাম তিনখানা গাড়ি আমাদের স্টেশনে পৌঁছানোর জন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে নির্দেশমতো নিজেদের মাল চিহ্নিত করে সকলে গাড়িতে উঠলাম হাওড়া স্টেশনে যাওয়ার জন্য। সকাল ৮টায় পূর্বা এক্‌স্‌প্রেসে ওঠার কথা কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে শুনি ওই ট্রেনের কোনও খবর নেই। অনেক চেষ্টা করে জানা গেল ট্রেন কমবেশি ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা দেরিতে আসতে পারে। সঠিক করে কেউ বলতে পারল না। প্রথমেই এই বাধা পেয়ে মনটা খারাপ হল। কিন্তু কীসের জন্য মা কী করেন আমরা তার কী বুঝব। শুধু এইটুকু জানি যে ভালো বই মন্দ তিনি কখনও করেন না। স্টেশনে আসার জন্যে দুটি গাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, তাই স্টেশনে পৌঁছে গাড়িদুটি ছেড়ে দিতে হল। ওখানে শুধু দিপালীর ব্যক্তিগত গাড়িটা ছিল। এমতো অবস্থায় দিপালী তার বাড়ি ঘুরে আবার সময়মতো আসতে চাইল। আমার বাড়ি ওর খুবই কাছাকাছি বলে আমিও বাড়িতেই বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়া করে আসব বলে ঠিক করলাম। আমাদের এক ভাই পার্থ ব্যানার্জী অসুস্থ অবস্থাতেই যাত্রা করেছিলেন। স্টেশনে অতক্ষণ বসে থাকার চেয়ে তিনিও বাড়িতে ফিরে একটু বিশ্রাম করার জন্যে আমাদের সঙ্গে ফিরলেন। বাকি সকলে স্টেশনের বিশ্রামালয়ে মালপত্র নিয়ে চলে গেলেন। ওখানে সামনেই বড়ো চওড়া বারান্দা। সামনেই গঙ্গা বয়ে চলেছেন। সকলে খুব আনন্দে, গল্প করে ওখানেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া করে দুপুর ৩-টায় প্ল্যাটফর্মে চলে এলেন। ওদের টেলিফোন পেয়ে আমরা যারা বাড়ি ফিরেছিলাম। তারা তিন জনেই আবার হাওড়ায় এসে ওদের সঙ্গে মিলিত হলাম। ট্রেন ছাড়ল বিকেল ৪-টায় (৮ ঘণ্টা দেরিতে)। এই ট্রেনের ভোর চারটায় টুন্ডলায় পৌঁছানোর কথা ছিল। এখন সেই ট্রেন ১২ ঘণ্টা দেরি করে বিকেল ৪-টায় টুন্ডলায় পৌঁছাল। আমাদের জিনিষপত্রের তো পাহাড়, অথচ সহজে কুলি বা গাড়ি পাওয়া গেল না। বহুক্ষণ চেষ্টার পর ভাইরা স্টেশন থেকে জিনিষপত্র নিয়ে বাইরে এসে গাড়ির খোঁজে গেল। সবাইকে উঁচু ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে আসতে হয়েছিল। এতে অনেকের খুবই কষ্ট হয়েছিল। দেরি হলেও দুখানা গাড়ি মায়ের কৃপায় পাওয়া গেল। বৃন্দাবন পৌঁছাতে প্রায় দু-ঘণ্টা লাগল। রাস্তা দেখেই বোঝা গেল আগে এখানে ও বৃন্দাবনে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। এই জন্যে শীতও বেশ লাগছিল। রাস্তা ভিজে—মাঝে মাঝে জল জমা। ট্রেন ঠিকমতো সময়ে এলে শীতের ভোর চারটায় আমাদের ওই প্রবল বৃষ্টির মুখে পড়তে হত। যেখানে ট্রেন থেমেছিল সেখানে সামনে কোন শেড ছিল না। সকলকে জিনিষপত্র নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনে ভিজতে হত। তার ওপর ওই ভোরে সহজে কুলি বা গাড়িও পাওয়া যেত না। শ্রীমা যাই করেন সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি— সারা রাত ও দিন ট্রেনে কাটিয়ে রাত আটটায় বৃন্দাবন আশ্রমে পৌঁছলাম। বেশ বড়ো আশ্রম। ওখানে দেখলাম খুব ঠাণ্ডা। কলকাতায় ওই সময়ে ভালোমতো গরম পড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়েছিল। এখানে দেখলাম চারদিকে ভারি বৃষ্টির চিহ্ন। বেশ বড়ো আশ্রম। আমাদের গাড়িদুটি আশ্রমের ভিতরে ঢুকে বাঁদিকে একটি দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল, বুঝলাম এটি আশ্রমের অতিথিশালা। চারদিকে বড়ো বড়ো গাছ, সুন্দর পরিষ্কার হাওয়া। আশ্রমের রাস্তাও পরিষ্কার। ওই অতিথিশালায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। আমাদের ভবনের তপন ভাই ও তার স্ত্রী ভবানীদি একদিন আগেই মুম্বই থেকে এখানে এসে আমাদের দলে যোগ দেবার জন্যে বৃন্দাবন পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের দেখে মহারাজের সঙ্গে এগিয়ে এসে ওই অতিথিশালায় আমাদের থাকার ঘরগুলি দেখিয়ে দিলেন। তাঁরা বারবার এখানে বাঁদরের উৎপাতের কথা বলে আমাদের সাবধান করে দিলেন ও ঢুকবার গ্রিলগেটটি যেন সর্বদা তালা বন্ধ থাকে তাও বললেন। কারণ খোলা দরজা পেলেই বাঁদরের দল ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। প্রত্যেক ঘরেই আমাদের জন্যে তিনখানা করে খাট-বিছানা ছিল, সঙ্গেই গিজার সহ কলঘর ও তার পাশেই ছোট্ট একটি জায়গা কাপড়মেলার জন্য। একদম শেষের ঘরটিতে আমি, শিখাদি ও বর্ষা ছিলাম। পাশের ঘরেই দিপালী, ঝুমা ও স্বাতীরা ছিল। এই ভাবেই ৩ জন করে প্রতি ঘরে মেয়েরা ও ছেলেদেরও ওই একই ব্যবস্থা ছিল। সবারই জায়গা হয়ে গেল। আমরা হাতপা ধুয়ে, খাওয়ার ঘরে গেলাম, ওখানে বেঞ্চি ও টেবিল পাতা। তখনকার মতো গরম রুটি ও তরকারি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

(ক্রমশঃ)

*

"গুরু ভগবান, তিনি স্থান দিয়েছেন। তাঁর উপর নির্ভর রাখা তাঁর কৃপা আশীর্বাদ সর্বদা বর্ষণ হচ্ছে। তাঁর দিকে উন্মুখ হয়ে থাকতে হয়। যত জপ ধ্যান ও তাঁর স্মরণ ইত্যাদিতে মন রাখা যায় ততই মন শান্ত হওয়ার দিকে।"

— শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কে তুমি মা আনন্দময়ী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিনয় সরকার

ঠাকুরমা গেছেন চালনা শিব মন্দিরে সাথে নির্মলা। তিনি নির্মলাকে দাওয়ায় বসিয়ে শিবদর্শন ও মেলা দেখে এলেন। ফিরে এসে দেখলেন নির্মলা ঐ স্থানেই অচল অটল হয়ে বসে আছে। ঠাকুরমা ডাকলেন, কিন্তু কোন উত্তর নেই। শেষে ধাক্কা দিয়ে বললেন–"কি হয়েছে?" উত্তর দিল– "আমি শিব ঠাকুরের নাচ দেখছিলাম।" শুনে ঠাকুরমা অবাক।

পিতা বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য শেষরাত্রে আপনভাবে গাইতেন–"হরিবোল, হরিবোল।" কন্যার প্রশ্ন–"হরি কে?" ডাকলে কি হয়? উত্তর– "মঙ্গল হয়। আর ডাকলেই তিনি আসেন। তুমি ডাক–দেখবে তিনি আসবেন।" এ কথা শুনে শিশুর শরীরে হরিনামের ভাবের বন্যা, নানা অদ্ভুত পরিবর্তন হতে লাগল। অনেক সময় ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখেন অনেকে ভাবে বোকা মেয়েটা কী দেখে?

অতি অল্প বয়সেই নির্মলার সব ব্যাপারই অদ্ভুত। বাড়ীতে এক দিদি এসেছে। মন খারাপ করে বসে আছে। দিদির পছন্দের শাঁখা ছোট হয়েছে তাই কেউ পরাতে পারছেনা। ছোট্ট নির্মলা বলল–"এস দিদি আমি পরিয়ে দিই।" বলে কি? মজা করে দিদিও বলল–"আচ্ছা আচ্ছা।" সত্য সত্যই নির্মলা ছোট হাত দিয়ে দিদিকে সহজেই শাঁখা পরিয়ে দিল। এমনটি কি করে হল? এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে সবাই আশ্চর্য হলেন।

শিশুটির সব কিছুতেই আনন্দ। একদিন খুব ঝড় উঠেছে। বাতাসের প্রচণ্ড সাঁ সাঁ শব্দ বাড়ীর খড়ের চাল উড়ে যাচ্ছে– ঘর কেঁপে কেঁপে উঠছে, সবাই ভয়ে দিশেহারা কিন্তু নির্মলার কি আনন্দ হাতে তালি দিয়ে ওঠে। এসব দেখে সবাই ভাবে কেমন সোজা বোকা মেয়ে। এমন বিপদেও সে হাসে।

এই হাবা বোকা মেয়ে নির্মলার ভিতরে যে সর্বশক্তি বিরাজ করছে সে কথা কারোর বুঝবার কথা নয়। একদিন মা মোক্ষদাসুন্দরীদেবী দুঃখ করে বলছেন–"তোদের কি ভাগ্য। এখন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস। বাড়ীতে একটা আমও নেই যে খাওয়াব।" নির্মলা ঠাকুরমার সঙ্গে জঙ্গলে শাক খুঁজতে গেছে। সে দেখে সেখানে একটা বড় সুন্দর পাকা আম পড়ে আছে অথচ আশেপাশে কোনো আমগাছই নেই। নির্মলা বাড়ীতে এসে মায়ের হাতে আমটা দিতেই মা অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং ভাবলেন কোনো গাছেই আম নেই সে পেল কি করে? আর যেখানে গিয়েছে সেখানেও কোন আমগাছ নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিদি দীক্ষা নিয়েছে। হঠাৎ অঙ্গন্যাস, করন্যাস কিভাবে করতে হবে ভুলে গেছে। নির্মলাকে দিদি বলল–"এখন কি করি বল?" ছোট্ট মানুষ নির্মলা হাসতে হাসতে খেলায় খেলায় দিদিকে সব দেখিয়ে দিল। কথাটা মোক্ষদাসুন্দরীর কানে গেল। তিনি নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করলেন–"শিখলি কোথায়?" সহজ সরল উত্তর–"দিদির কথা শুনে নিজে থেকেই সব হয়ে গেল।"

ঠাকুরমা একদিন সন্ধ্যাহ্নিক করে ঘরে যাচ্ছেন হঠাৎ নির্মলা বলে উঠল–"আপনি এই বলছেন না?" ঠাকুরমা অবাক হয়ে বললেন–"কি জপ করছি জানলি কি করে? এসব কথা অন্য কাউকে আর বলবেনা।"

বাল্যের সারল্য পেরিয়ে এল কৈশোর। আশ্চর্য তাঁর মুখশ্রী। দেখলেই মনে হয় এ যেন এক সরলতার প্রতিমূর্তি। কিন্তু মেয়েটি বড় উদাসীন, অন্যমনস্ক, নির্লিপ্ত। হাবভাব দেখে দু:খ করে অনেকে বলে "এমন সুন্দর সহজ সরল মেয়েটি হাবা বেদিশা," কিন্তু নির্মলার মধ্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণ শক্তি পাড়া–প্রতিবেশী গ্রামের হিন্দু–মুসলমান ইতর, ভদ্র, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁকে বড় বেশী ভালোবাসে, আদর করে এবং ডাকলেই সে কাছে আসে। তাঁকে কাছে পেলে সকলের বড় আনন্দ হয়।

(ক্রমশঃ)

*

"সব কিছু একেবারে সাজান। এই শরীরের থেকেই সব কিছুর প্রকাশ কিন্তু। দেব-দেবীর মূর্তিকেও এই শরীর থেকেই বের করে নিয়ে বসিয়ে পূজা হল। আবার পূজা শেষ হলে এই শরীরের ভেতরেই সব–যেখানে সেখানেই। সব সম্ভব জেনো।

আবার যখন পূজা ইত্যাদি হত তখন যে দেবতার বা দেবীর পূজা হচ্ছে একেবারে ঠিকঠিক সেই দেব-দেবীর ভাব, আসন, মুদ্রা, শক্তি ইত্যাদি সব কিছুই এই শরীরটায় সেইভাবে হয়ে যেত। কল্পনা করে নেওয়া নয় কিন্তু। তোমরা যেমন প্রত্যক্ষ ঠিক সেই রকমই।"

— শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন দর্শন

রাষ্ট্র মণ্ডলীয় প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী লণ্ডনে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে পরিধান যোগ্য দুইটিই কোট ছিল। তার মধ্যে একটিতে খুব বড় বড় ছিদ্র ছিল। শাস্ত্রীজীর নিজ সচিব বেঙ্কটরমণ তাঁকে নূতন কোট সেলাই করাতে বললেন, কিন্তু শাস্ত্রীজী নিষেধ করে দিলেন। শাস্ত্রীজীর নিষেধ করা সত্ত্বেও বেঙ্কট রমণ নূতন কাপড় কিনেই আনলেন এবং দরজিকে ডেকে পাঠালেন। যখন কোটের মাপ নেওয়া হচ্ছিল, তখন শাস্ত্রীজী হেসে বললেন, "এবারের মতন এই পুরানো কোটটিকেই ঠিক করিয়ে নেও। যদি ঠিক না হয় তবে নূতন কোট সেলাই করিয়ে নেব।" যখন পুরানো কোটটি দরজির কাছ থেকে এল; তখন বোঝাই গেলনা যে পুরানো কোটকেই ঠিক করানো হয়েছে। শাস্ত্রীজী বললেন, "যখন আমরাই বুঝতে পারছিনা যে পুরানো কোট ঠিক করানো হয়েছে, তখন সম্মেলনে অংশগ্রহণ–কারীরা কি করে বুঝতে পারবেন?" তিনি ওই কোট পরেই লন্ডনে "রাষ্ট্র মণ্ডলীয় সম্মেলনে" অংশগ্রহণ করতে গেলেন। এমনই ছিল শাস্ত্রীজীর আড়ম্বরহীন সাদাসিধা জীবন। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকে নিজের পরিবার মনে করলে অথবা নিজেকে তার এক অভিন্ন অঙ্গ রূপে স্বীকার করলে এইরূপ মনোবৃত্তি বিকসিত হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তি একে কৃপণতা মনে করতে পারে কিন্তু সত্যি কথা হল এই যে এই অনাড়ম্বর জীবনে অপব্যয়ের অবরোধের মধ্যেই মহানতার বীজ লুকিয়ে রয়েছে।

(দৈনিক ভাস্কর পত্রিকা হতে উদ্ধৃত)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বাস

শিবদুর্গার বাসস্থান কৈলাস। একবার শিবদুর্গা কৈলাসের শিখরে বসে সৎসঙ্গ করছিলেন। নানা প্রসঙ্গের পর মা দুর্গা বাবা ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"প্রভু, শুনেছি যে কাশী ধামে মৃত্যু হলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।" শিবশঙ্কর বললেন—"না, এ কি করে হতে পারে দেবী, হ্যাঁ যার এইরূপ বিশ্বাস আছে, তারই মুক্তি হয়, এর জন্য চাই দৃঢ় বিশ্বাস।"

মা দুর্গা হয়তো এই কথা ঠিক করে বুঝতে পারেননি, তাই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—"ঠিক বুঝতে পারিনি, বিশ্বাসে মুক্তি হয়, কিন্তু এমন বিশ্বাস কার আছে আর কার নেই, এ কেমন করে বোঝা যাবে।"

ভোলানাথ দেবীর প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারলেন। বললেন—"দেবী, চল আমরা কাশী ধামে যাই, সেখানে গিয়েই তোমার জিজ্ঞাসার সমাধান হবে।"

দেবী রাজী হলেন। নন্দীর উপর আরোহণ করে দুজনে কাশী চললেন। কাশী পৌঁছে নিজের বাহন নন্দীকে বরুণা নদীর তীরে তৃণ চরাবার জন্য ছেড়ে দিয়ে শিবদুর্গা মণিকর্ণিকার শ্মশান ঘাটে গেলেন।

কাশীর সর্বশ্রেষ্ঠ শবদাহ ক্ষেত্র গঙ্গা তটের এই মণিকর্ণিকা ঘাট। এই ঘাটে অনবরত চিতা প্রজ্বলিত থাকে—এখানে চিতার আগুন কখনও নির্বাপিত হয়না।

ঘাটের একটি সিঁড়িতে শিবের নির্দেশানুসারে মা পার্বতী এক শোকাতুরা নারীর বেশ ধারণ করে বসে গেলেন। তাঁর কোলে মাথা রেখে শবরূপে শিব শুয়ে পড়লেন।

মা পার্বতী করুণ আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন, "হায়! হায়! আমার স্বামী মরে গেছেন। হায়! পতির সংস্কার কি করে করব রে! আমাকে চিতার কাঠ কে এনে দেবে? কাকে পাব? হায়! আমার কি হবে? কে এই বিপদ্ থেকে আমাকে উদ্ধার করবে?"

দেবীর আর্ত স্বরে বিলাপ শুনে দুই একজন অবলার সহায়তার জন্য এগিয়ে এলেন। বললেন, "মা, শোক কোরো না, জ্বালাবার কাঠ আমরা এনে দিচ্ছি।"

তাদের কথা শুনে দেবী বললেন, "বাবা, একটি কথা আছে, আমার স্বামীর চিতার কাঠ সেই আনবে যার শরীরে কোনো পাপ নেই। পাপ থাকলে সেই কাঠে আমার স্বামীর সদ্গতি হবে না। বাবা, যার শরীরে পাপ নেই, সে আমাকে কাঠ এনে দিক।"

দেবীর এই কথা শুনে কেউ কাঠ আনতে উদ্যত হয় না। সকলেই মনে করলেন কিছু না কিছু তো পাপ করেইছি। কেউ মনে করলেন—বিশেষ পাপ তো করিনি কিন্তু মিথ্যা কথাতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলি। কেউ ভাবলেন, আর কোনো পাপ করিনি কিন্তু ছেলেবেলায় মার ভাঁড়ার থেকে চুরি করে আচার নিয়ে তো খেয়েছি। কার মনে হল—যদিও চুরি মিথ্যা কথাবলা ইত্যাদি বিশেষ রূপে করিনি কিন্তু দুনিয়াতে থাকার জন্য মাঝে-মাঝে লোকেদের সঙ্গে ছল চাতুরী তো করতেই হয়। এমন না হলে বাঁচাই মুশ্কিল। এই প্রকারে সকলেই কিছু না কিছু ভাবতে লাগলেন। কেউ কাঠ আনতে গেলেন না।

এর মধ্যে লেঙ্গটি পরা একটি লোক সেখানে এল। সে দেবীর সব কথা শুনে বলল, "দেবী, চিন্তা কোরো না, আমি গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি, ফিরে এসেই তোমার জন্য কাঠ এনে দেব।" এই বলে সে চলে গেল ও গঙ্গাস্নান করে কাঠ এনে দিল।

তাকে কাঠ আনতে দেখে সকলে একসঙ্গে বলে উঠল,—"এই কাঠ দিয়ে হবে না। কাঠ এমন লোককে আনতে হবে যার মধ্যে কোনও পাপ নেই। নয় তো আমরাও নিয়ে আসতাম।"

সেই লোকটি বলল, "এই কথা তো আমিও শুনেছি। আমার শরীরে কোনও পাপ নেই। তাই তো আমি কাঠ নিয়ে এসেছি।"

তখন দেবী বললেন—"বাবা, তুমি কি সত্যি বলছ যে তোমার শরীরে কোন পাপ নেই? বাবা, একটুও পাপ থাকলে আমার স্বামীর সদ্‌গতি হবে না।"

সে বলল, "তোমার সন্দেহ রয়েছে। তুমি কি দেখনি যে আমি গঙ্গায় ডুব দিয়ে স্নান করে পরে তোমার কাঠ নিয়ে এসেছি। গঙ্গায় ডুব দিলে সব পাপ নষ্ট হয়ে যায়, এই কথা কি তুমি জান না? তুমি শাস্ত্রে পড়নি!" তার কথা শুনে শিব পার্বতী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শিব বললেন, "দেখলে বিশ্বাস কাকে বলে?"

*

"এক লক্ষ্য সাধনার প্রাণ; শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ধৈর্য্য ইহার শক্তি।"

— শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Urgent Notice to Advertisers in Amrit Varta

We are perforce reminding you that payment for advertisements in Amrit Varta has been pending for 3 yrs in some cases and between 1/2 yrs in some other cases. This has put us in difficulty. We would appreciate if you take immediate step to redress this.

Important Notice of to All subscribers

Kindly send your correct address in case of any change, for assured delivery of Amrit Varta.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতের অধ্যাত্মবাদ
অবতরণিকা

ডঃ নলিনী ব্রহ্ম

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারত চিরদিনই উদার, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল। কোনো সংকীর্ণতা কোনোদিন ভারতবর্ষকে আশ্রয় করে নাই এবং ভারতবাসী কোনোদিনই ক্ষুদ্রাশয় সংকীর্ণ চিত্ত ব্যক্তিকে সম্মানের আসন প্রদান করে নাই। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর ভারতবাসীর প্রার্থনা হইতেছে–সর্বে সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ– সকলেই সুখী হউক, সকলেই নীরোগ হউক। তর্পণের মন্ত্রের মধ্যে দেখা যায় দেবতা যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রূর সর্প পর্যন্ত সকলকেই আপ্যায়িত করা হইতেছে। নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্মে রতাশ্চ যে, তেষামাপ্যায়না-য়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া–"যে সকল জীব নিরাহার এবং যাহারা পাপধর্মে রত রহিয়াছে। তাহাদের আপ্যায়নের জন্য আমি জল দিতেছি।"– ইহাই হিন্দুর তর্পণের মন্ত্র। আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সমস্ত জগতের তৃপ্তি হিন্দু প্রার্থনা করেন। শুধু সাধারণভাবে সমগ্র জগতের তৃপ্তি কামনা করিয়াই হিন্দুসাধক তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন না। বিশেষভাবে চিত্তমল শোধন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রার্থনা করেন–

যেহ বান্ধবাবান্ধবা: বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবা:।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণ:॥

"যাঁহারা বান্ধব অথবা যাঁহারা অবান্ধব কিম্বা যাঁহারা অন্য জন্মে বান্ধব তাঁহারা সকলেই অখিলতৃপ্তি লাভ করুন। যাঁহারা যাঁহারা আমার নিকট হইতে জল কামনা করেন তাঁহারা। সকলেই তৃপ্ত হউন।"

এখানে বান্ধব নাই অবান্ধব নাই, শত্রু নাই মিত্র নাই, এখানে উচ্চ নীচ ভেদ নাই, এখানে দেবতা নাই অসুর নাই, এখানে মনুষ্য নাই পশু নাই, এখানে তৃণ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সকলকেই সমদৃষ্টিতে আপ্যায়িত করিয়া চিত্তমল শোধনের চেষ্টা হইতেছে।

এই উদারদৃষ্টি ভারতবাসীর বিশিষ্ট স্বরূপ। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, বর্ণবিভাগ, আশ্রমবিভাগ প্রভৃতি সকল বিষয়েই হিন্দুর বুদ্ধি যেমন বিশাল তেমনই উদার। একটু অবহিত হইয়া বিচার করিলেই দেখা যায় যে প্রত্যেক বিষয়ে হিন্দুর ব্যবস্থা সমীচীন এবং পক্ষপাতশূন্য।

মহাভারতের মধ্যে বহু স্থলে বহু শ্লোক দেখিতে পাই যাহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রসম্পর্কিত এমন সমস্ত ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায় যাহা বর্তমান যুগের অত্যাধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যবস্থা হইতে কোনো অংশে ন্যূন নহে। শুধু যে অধ্যাত্মশাস্ত্রেই হিন্দুদের কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় তাহা নহে। রাজনীতি এবং সমাজনীতির অতি নিগূঢ় তত্ত্বও মহাভারতের মধ্যে যেরূপ বিশদভাবে এবং নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে– তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যাঁহারা মনে করেন যে প্রাচীনকালে হিন্দুদের লৌকিক ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান ছিল না তাঁহারা মহাভারতখানিও ভালো করিয়া পড়িয়া দেখেন নাই। আজকাল অনেকেই হিন্দুর বেদ উপনিষৎ, পুরাণ ইতিহাস, স্মৃতি মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র নিপুণভাবে চর্চা না করিয়া এবং ঐ সমস্ত শাস্ত্রের প্রকৃত, মর্ম না জানিয়া হিন্দুর ধর্মব্যবস্থা এবং সমাজব্যবস্থার নিন্দা করেন, ইহা বড়োই ক্ষোভের বিষয়। হিন্দুশাস্ত্রকার উদারতার আদর্শ; অথচ, কালপ্রভাবে এই শাস্ত্রকারদিগকেই কূপমন্ডুক ও পক্ষপাতদোষদুষ্ট বলিয়া নিন্দা করা হইতেছে। শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেরই বর্তমান সময়ে কর্তব্য হইতেছে হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অবগত হইবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম এবং শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইয়া শাস্ত্রনিন্দার এবং শাস্ত্রের কুব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ।

হিন্দুধর্ম অন্য ধর্ম অপেক্ষা অনেক অংশে ভিন্ন। অন্যধর্মাবলম্বী লোকদিগকে হিন্দুধর্ম নিজমতে দীক্ষিত করিবার কখনও প্রয়াস করেন না এবং এইরূপ ব্যবস্থাও হিন্দুধর্মে নাই। ধর্মবিষয়ে হিন্দুরা যে বিপুল উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র ধর্মবিষয়ে বহু খুঁটিনাটির সন্ধান দিয়াছেন। ধর্ম হিন্দুর নিকটে নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের মতো নিতান্ত পরিচিত বস্তু-ইহা তোলা পোষাকের মতো অল্প সময়ের জন্য ব্যবহারের জিনিস নহে। এত ছোটখাট, এত খুঁটিনাটি, এত বিশেষ কথা হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথমেই মন হয় যে ধর্মই হিন্দুর প্রাণ, ধর্মই হিন্দুর মুখ্য বস্তু; ধর্মের সহিত তাহার অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সংকেত আমরা যেখানে সেখানে পাই। যে বিষয়ে যাহার বিশেষ পরিচয় নাই, সে বিষয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে মাত্র কয়েকটি সাধারণ কথা বলিতে পারে। সাধারণ কথা বলা হইলেই তাহার যেন সব ফুরাইয়া যায়, তাহার বেশি কিছু বলিবার থাকে না, তাহার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যায় বলিয়াই সে নির্বাক হয়। কিন্তু যে বিষয়ে যাঁহার অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে, যে বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ, সে বিষয়ে বলিতে আরম্ভ করিলে তিনি কত কথাই বলিয়া যান, তাঁহার বলার যেন আর শেষ নাই, বহু কথা বলিয়াও যেন তাঁহার তৃপ্তি হয় না, তিনি যেন বিষয়টির অন্তরে প্রবেশ করিয়া কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছেন, কত নূতন নূতন সৌন্দর্য দেখিতেছেন, কত মাধুর্যের আস্বাদন করিতেছেন, কত বিভিন্ন দিক দিয়া বিষয়টিকে আমাদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলেই বুঝা যাইবে হিন্দুধর্ম জগতে এক অভনব বস্তু। যখন আমরা হিন্দুধর্মের কর্মকাণ্ডের বিরাট ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করি, তখন আমাদের বুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়া যায়। কোনো ক্ষুদ্র বিষয়ও ইহাদের শ্যেনদৃষ্টিকে এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। ঋষি মন্ত্রের দ্রষ্টা মন্ত্র ও দেবতা অভিন্ন। দেবতা হিন্দুর নিকট অদৃশ্য অজ্ঞেয় বস্তু নহে–ইঁহাদের অস্তিত্ব আছে কি নাই, ইহা লইয়া তাঁহারা বাগ্‌বিতন্ডায় প্রবৃত্ত হন নাই;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতা হিন্দুর বিশেষ পরিচিত অতি অন্তরঙ্গ তত্ত্ব। হিন্দুর মন্ত্রতত্ত্ব, হিন্দুর দেবতাতত্ত্ব, হিন্দুর যজ্ঞতত্ত্ব, হিন্দুর সংহিতা ও ব্রাহ্মণ, হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্র জগতের নিকট এক বিরাট প্রশ্ন উত্থাপিত করে। হয় ইহাকে উন্মাদের প্রলাপ বলিতে হয়, না-হয় স্বীকার করিতে হয় হিন্দুধর্ম জগতের অন্য ধর্ম হইতে একেবারে ভিন্ন। যখন আমরা ভক্তিমার্গের কথা চিন্তা করি, তখন মনে হয় ভক্ত ও ভগবানের কি অপূর্ব সম্বন্ধ হিন্দু বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবানকে শুধু ইহারা প্রভুভাবে বা পিতৃভাবে দেখেন নাই, ভগবান ইহাদের সখা, ভগবান ইহাদের পুত্র, ভগবান ইহাদের পতি। রসশাস্ত্রে স্থায়িভাব, সঞ্চারীভাব, বিভাব, অনুভাব, আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতির এমন নিপুণ আলোচনা করা হইয়াছে যে তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে হিন্দুভক্ত ভগবানকে অন্তরঙ্গভাবে পাইয়াছেন। ভগবান শুধু তাঁহাদের প্রার্থনার আশ্রয় বা অবলম্বন নহেন, ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া তাঁহারা স্তব, স্তুতি পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই, ভগবানের সহিত তাঁহারা বিভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নানাপ্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। ভগবান নরবপুতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তদের সহিত লীলা করিয়াছেন। ভগবান কখনও খেলার সাথী হইয়া স্কন্ধে আরোহণ করিতেছেন এবং নিজ স্কন্ধে অপরকে আরোহণ করাইতেছেন, কখনও রথের সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন, কখনও পুত্র হইয়া জননীর নিকট ননী চাহিয়া খাইতেছেন এবং সাধারণ বালকের মতো জননীর শাসন মানিয়া চলিতেছেন, কখনও বা ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়া অসুর দমন করিতেছেন, কখনও আবার মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া কিশোর নায়ক সাজিতেছেন। কর্মকাণ্ডে হিন্দুর বিশাল ও বিরাট ব্যবস্থা আমাদিগকে যেমন স্তম্ভিত করিয়া দেয়, ভক্তিমার্গে হিন্দুর ভাববৈচিত্র্য আমাদিগকে যেমন উল্লসিত করিয়া তোলে, জ্ঞানমার্গের উচ্চতম শিখরে হিন্দুর অনুভবের পরাকাষ্ঠার গর্বে তেমনই আমাদের মস্তক উন্নত হইয়া উঠে, আনন্দে আমাদের হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে, কি এক স্বপ্নাতীত রাজ্যের উজ্জ্বল আলোক আমাদের চক্ষুকে ঝলসাইয়া দিতে থাকে। অনুভূতির কোন গভীরতম প্রদেশে প্রবেশাধিকার লাভ করিলে পরমতত্ত্বকে "সাক্ষাদপরোক্ষাৎ" "আমিই সেই ব্রহ্ম, সেই পরমতত্ত্ব" বলিয়া প্রকাশ করা যায়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, অনন্তর অবাহ্য বলিয়া বর্ণনা করা যায় "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"– "এই আত্মা, এই সাক্ষাৎ অনুভূত আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমতত্ত্ব" বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও আমরা ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে ইহা অপেক্ষা অনুভূতির আর উচ্চতর ভূমি থাকিতে পারে না, আমরা বুঝিতে পারি যে ইহাই অনুভবের উচ্চতম ভূমি, ইহাই কাষ্ঠা, ইহাই পরা গতি। ইহা সত্যই গর্বের বিষয় যে, যে-ভূমির কল্পনাও অন্য দেশে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না, অনুভূতির সেই সর্বোচ্চভূমি এই পবিত্র ভারতভূমির পূতচরিত্র ঋষিবৃন্দের "সাক্ষাদপরোক্ষ" বস্তু।

(ক্রমশঃ)

*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রকৃত প্রেম"

ভক্তদ্বয়সহ নানক আর একবার পরিব্রাজনে বাহির হইয়াছেন। পথের ধারেই দেখা গেল এক প্রকাণ্ড মেলা। হাজার হাজার নর-নারীর ভীড় সেখানে। হাসি আনন্দ আলো গানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুখরিত।

প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, এখানকার বিখ্যাত ফকীর সাহেবের জন্মদিনে এই পবিত্র মেলা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ দিনে জনসাধারণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আনন্দ উৎসব করে, তাঁহার চরণে শ্রদ্ধা ও নতি জানায়।

ফকীর সাহেবের নাম সদা-সুহাগন্। এ নাম তাঁহার নিজেরই দেওয়া। সদা-সুহাগন্ কথাটির অর্থ—চির সোহাগিনী। প্রেমময় ভগবানের প্রেমিকারূপে ফকীরের সাধনা, আর এ সাধনায় তিনি সিদ্ধ, একথা তাঁহার ভক্তেরা সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ান।

কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে নানকের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল স্মিত হাস্য।

ফকীরের আবাসস্থলে গিয়া তিনি তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইলেন। ভিতরকার এক প্রকোষ্ঠে ফকীর নিভৃতে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা জানান, "এখন তো ফকীর সাহেবের সঙ্গে কারুর দেখা হবে না! এ সময়ে তাঁর একটুও অবসর নেই। নিরালায় বসে তাঁর পরম প্রিয় খোদার সঙ্গে তিনি প্রেমালাপ করছেন। দেখছেন না, দুয়ারের পাশে শত শত লোক তাঁর দর্শনের আশায় কখন থেকে বসে আছে? এখন অবধি অনুমতি মেলেনি।"

নানক গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তাহলে দেখছি, এবার রহস্যের পর্দা সরাতেই হোল।"

দর্শনার্থী আরো বহু লোক দ্বারে সমবেত হইয়াছে। তাহারা কৌতূহলী হইয়া উঠে, ব্যগ্র কন্ঠে প্রশ্ন করে—"রহস্যের পর্দা সরানো? সে আবার কি কথা?"

"তাহলে কক্ষের ভেতরে গিয়ে দ্যাখো, ফকীর কার সঙ্গে বসে নিভৃতে আলাপ করছেন।"--দৃঢ়স্বরে কথা কয়টি বলিয়া নানক নিকটস্থ আম্রবনে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এতক্ষণ ফকীরের দর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে করিতে একদল লোক অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এবার নানকের দৃঢ় কণ্ঠের মন্তব্য শুনিয়া তাঁহারা সাহসী হইয়া উঠে, ফকীরের গুপ্ত প্রকোষ্ঠের ভিতরে একদল লোক একযোগে ঢুকিয়া পড়ে।

তাহাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয় এক বিসদৃশ দৃশ্য। নিভৃতসাধন ভজন কিছু নয়, ফকীর সাহেব সেখানে কয়েকটি সুন্দরী তরুণী নিয়া রঙ্গরসে মত্ত রহিয়াছেন।

দর্শনার্থীরা এবার কপটী ফকীরের উপর মারমুখী হইয়া উঠে। বেগতিক দেখিয়া ফকীর তখনি উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেন। উত্তেজিত জনতার আক্রমণে লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুসজ্জিত বস্ত্রাবাস, ঝাড়লন্ঠন, আর মেলা-অঙ্গনের বাদ্যভাণ্ড।

এদিকে নানক আম্রকাননে বসিয়া তাঁহার ভক্তিরসাত্মক গীত শুরু করিয়াছেন। লোকে তাঁহার দিব্যকান্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হইতেছে, ভজন ও উপদেশ শুনিয়া লাভ করিতেছে অপার শান্তি। এই সিদ্ধ-পুরুষের নাম এতদিন অনেকেই কানে শুনিয়াছেন, এবার তাঁহার দর্শনে সকলে কৃতার্থ হইলেন।

নানকের পরিচয়, তাঁহার যোগৈশ্বর্যের খ্যাতির কথা সদা-সুহাগন ফকীরও আগে শুনিয়াছেন। এবার অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি নানকের চরণে আশ্রয় নিতে আসিলেন।

জনতা এখনো ফকীরের উপর চটিয়া রহিয়াছে। নানকের কাছে আসা মাত্র উত্তেজিতভাবে তাঁহাকে সবাই ঘিরিয়া দাঁড়ায়।

নানক দৃঢ়স্বরে আদেশ দেন, "তোমরা সবাই এখন শান্ত হয়ে বসো, ভগবানের রাজ্যে সব পাপেরই ক্ষমা আছে, সব পাপেরই আছে পরিত্রাণ। ফকীরের কি বলবার আছে শুনতে দাও।"

ফকীর করজোড়ে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি পরম কৃপালু। কপট জীবনের মোহ থেকে, ভ্রষ্টাচার থেকে, আমায় রক্ষা করেছেন। এবার একান্তভাবে আপনার শরণ নিলাম, বলে দিন আমার সত্যকারের উদ্ধারের পথ।"

"হ্যাঁ ভাই, সত্যপথ দেখাবো বলেই তো তোমার কপটতার মুখোস এমন করে ভেঙে দিলাম। এবার মুক্তির সাধনায় এগিয়ে পড়ো।"

"সাধনার ইঙ্গিত আমায় কিছু দিন।"

"যে প্রিয়তম, যে প্রাণপ্রভুকে আমরা খুঁজবো, তিনি যে প্রাণেরই গোপনপুরে বসে আছেন। বাইরে তাঁকে খুঁজলে তো চলবে না। বেশতো, তুমি তোমার প্রেমসাধনার পথেই এগিয়ে যাও, লাভ কর সেই প্রেমময়কে। কিন্তু কখনো যেন ভুলে যেয়োনা, স্থূল জগতের প্রেমিকের মত সীমাবদ্ধ নয় তাঁর দৃষ্টি–তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। আদি-অন্ত জন্ম-মৃত্যুহীন তিনি। এমনিতর প্রেমিকের সঙ্গে এবার থেকে তোমায় করতে হবে প্রেম।"

"তাঁর পন্থা কি, বলে দিন।"

"শুধু বাইরেকার প্রেম দেখালে, আর্তি আর অশ্রুবর্ষণ করলে এ মহাপ্রেমিককে পাওয়া যায় না, ভাই। এ জন্য চাই কায়-মন-বাক্যের পবিত্রতা, চাই ত্যাগ বৈরাগ্য, চাই সত্যের ধৃতি। মিথ্যাচার মায়া আর আসক্তির চিহ্ন মাত্র থাকলে যে তাঁকে লাভ করা যায় না।"

"সত্যকার ঈশ্বর প্রেম কি, কি করেই বা তা আসবে, তা কৃপা করে আমায় বলে দিন।"

"এ প্রেম তো ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না, এ হচ্ছে উপলব্ধির বস্তু। আর এ উপলব্ধি পেতে হলে তোমায় ঢেলে দিতে হবে সর্বস্ব, তাঁর চরণে করতে হবে আত্ম-সমর্পণ। এই আত্ম-সমর্পণের পথ ধরেই হয়ে ওঠো সেই প্রেমিক পুরুষের 'মনোরমা'। তিনি তোমায় দেখে মুগ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবেন, তবে তো সফল হবে তোমার প্রেম।”

সমবেত দর্শনার্থীদের দিকে চাহিয়া নানক ধরিলেন সদ্যরচিত এক সুমধুর ভজন। মর্দানার রবাব ধ্বনিত হইয়া উঠিল তাহার সাথে।

– এই দেহ রয়েছে মায়া মোহে আচ্ছন্ন হয়ে,
আসক্তির জট পাকানো চারিদিকে।
কি করে হবে তবে প্রিয় মিলন?
ওগো কনে! শুধু রঙীন ওড়না আর ঘাঘ্‌রা দিয়ে
কি করে করবে তোমার বরের মন হরণ?
ঢেলে দাও তোমার অনাবিল প্রেম–
এ প্রেমের রঙ জৌলুষের কখনো যে নেই বিনাশ।
এ প্রেম পেয়েছে যারা, তারাই ধন্য,
চিরনমস্য তারা নানকের।
যারা প্রভুর প্রিয় নাম সদাই করে গান,
তাদের দিকেই যে প্রভু আমার করেন নয়নপাত,
— চিরতরে করেন তাদের অঙ্গীকার।

এবার একান্তে বসিয়া নানক ফকীরকে ভক্তি-সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বাদি শিখাইয়া দেন। তারপর স্থানত্যাগ করেন। এই সদা-সুহাগন ফকীর উত্তরকালে এক খ্যাতনামা প্রেমিকভক্তে পরিণত হন।

(ভারতের সাধক হতে উদ্ধৃত)

✶

“ভগবানকে ভালোবাসতে পারলে আর দুঃখ নাই। তাঁর জন্য যে বিরহ তাও সুখই। তাঁকে ভালবাসলে তবে ত তাঁর জন্য বিরহ হবে।

বিরহ মানে কি? ভগবান যার মধ্যে বিশেষ ভাবে রহেন তারই বিরহ হতে পারে।”

—শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তান-বৎসলা মা

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী,
প্রাক্তন বিদ্যাপীঠ, ছাত্র

সময়টা ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে। আনন্দময়ী বিদ্যাপীঠ তখন আলমোড়াতে। মা অনেক দিন আলমোড়া আশ্রমে আসছিলেন না। তাই আমাদের মনে ক্ষোভ জমে ছিলো আমরা প্রায়ই আমাদের শিক্ষাগুরু শৈলেশদাকে বলতাম–"মা অন্য সব আশ্রম বার বার যাচ্ছেন অথচ আলমোড়া আশ্রমে আমরা দীর্ঘদিন রয়েছি, এখানে মা আসেন না।" আমরা এমন এক প্রান্তে পড়ে আছি যেখানে মা আসেন না। একদিন সকালে শৈলেশদা বল্লেন,–"মা আজ বেরেলীতে এক ভক্তের বাড়িতে আসবেন খবর পেয়েছি।" বেরেলী আলমোড়ার কাছে ২০০-২৫০ কি.মি. দূরত্ব হবে। সেদিন আমাদের ছুটির দিন ছিলো তাই আমরা ঠিক করলাম আজ আমরা মাকে স্মরণ করে বেশীক্ষণ কীর্তন করে মাকে ডাকবো, প্রার্থনা করবো, মা যাতে বেরেলী থেকে আলমোড়ায় চলে আসেন। আমরা প্রাণ ভরে মাকে ডেকে মা মা করে অনেকক্ষণ কীর্তন করেছি। আমরা সময় মতো খেতে যাচ্ছিনে দেখে শৈলেশদা আমাদের বার বার ডেকে পাঠাচ্ছেন। আমরা কীর্ত্তন বন্ধ না করে শৈলেশদাকে বললাম,–"মা এখানে আসেন না তাই আমরা মাকে ডাকছি যাতে মা এখানে আসেন। শৈলেশদা আমাদের অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে খেতে বসতে বল্লেন, আমরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শৈলেশদাকে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলাম–"মা কেন এখানে আসেন না? আপনি আমাদের হয়ে মাকে চিঠি লিখুন।" শৈলেশদা আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন–চিঠি লিখে মাকে আমাদের কথা জানাবেন।

আমাদের কাঠের হলঘরের সামনে প্রকাণ্ড এক তৃণগাছ ছিলো। সেই গাছের তলার উঁচু চাতালে আমরা মনমরা হয়ে সারা দুপুর চুপচাপ বসে আছি। বিকেলে শৈলেশদা আমাদের ধমকের সুরে বললেন–"তোরা খেলতে যা, আমি তো বললাম মাকে এখানে আসবার জন্য চিঠি লিখবো।" এই বলে শৈলেশদা আশ্রমের কাজের লোকটাকে নিয়ে বাজার করতে চলে গেলেন। আমরা তখন প্রতিদিনের মতো আশ্রমের নীচে পাতাল দেবীর মন্দিরের পাশে পাহাড়ী ঢালে খেলতে গেলাম। কিছুক্ষণ খেলাধূলার পর সূর্য্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে. সেই সময় হঠাৎ দেখছি ৪/৫টা মোটর গাড়ী পর পর উপরে পাহাড়ের গায়ে আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে আশ্রমের দিকেই যাচ্ছে। আমরা তখন খেলা বন্ধ রেখে অবাক হয়ে ঐ গাড়ীগুলোকে লক্ষ্য করছি। সাধারণত ঐ রাস্তা দিয়ে কাঠ আনতে লরী যাতায়াত করে। দেখলাম গাড়ীগুলো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো আশ্রমের একটি বড় ছেলে, নাম অক্ষয় ব্রহ্মচারী, সে গাড়ী থেকে মা কে নামতে দেখেই ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে চিৎকার করে আমাদের বার বার ডাকতে লাগলো—"তোরা সব চলে আয় মা এসেছে। আমরা সব এক নিঃশ্বাসে পাহাড়ের নীচে থেকে ছুটে হাপাতে হাপাতে এসে মায়ের ঘরের সামনের বারান্দায় যেখানে মা সকলকে নিয়ে বসেছিলেন একে একে মা কে প্রণাম করে মায়ের কাছেই বসে পড়লাম।

আশ্রমে তখন বড়রা কেউ ছিলো না। শৈলেশদা বাজারে গিয়েছেন। আমরা জানিনা মায়ের ঘরের চাবি কোথায়, তাই মাকে তাঁর ঘরের সামনের কাঠের বারান্দায় আসনে বসতে হয়েছে। গুরুপ্রিয়া দিদি পরমানন্দ স্বামীজী ও আরও অনেকে মায়ের সঙ্গে এসেছিলেন। গুরুপ্রিয়াদি আমাদের হাতে ফল মিষ্টি দিলেন। আমরা মায়ের কাছে আমাদের ক্ষোভ দুঃখের কথা বল্লাম—"তুমি সব আশ্রমে বারে বারে যাও এখানে আস না কেন? তাই আমাদের খুব দুঃখ।" তখন মা আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"আমি যখন একবার এসে পড়েছি তখন এবার এখানে বেশী দিন থাকবো।" আমরা সেদিন একান্ত আপন ভাবে মাকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলাম।

মা আমাদের বললেন—"তোরা নীচে যেমন খেলছিলি, এখানে আমার সামনে খেলতে থাক। যে পর্যন্ত তোদের সন্ধ্যা জপের সময় না হয়।" মায়ের ঘরের সামনের লম্বা উঠানে আমরা খুব উৎসাহে দুটি দলে ভাগ হয়ে খেলতে লাগলাম। একটু পর অন্ধকার নেমে এলো। আশ্রমে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিলো না। অক্ষয়দা দুটো হ্যারিকেন জ্বালিয়ে মায়ের সামনে রাখলো। গুরুপ্রিয়াদি আমাদের সন্ধ্যা আহ্নিক নিত্যক্রিয়াদি করতে যেতে বললেন। এর মধ্যে শৈলেশদা এসে মায়ের ঘর খুলে দিলেন এবং অন্যান্য সকলের থাকা খাওয়া বিছানা-পত্রাদির ব্যবস্থা করে রাখলেন।

ভক্তের ডাকে যে ভগবান সাড়া দেন, এবার সেটা আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করলাম। আমরা সেদিন মহানন্দে সন্ধ্যা জপ করে হলঘরে গিয়ে জমিয়ে কীর্তন করলাম। নির্জন আশ্রমটা সেদিন আনন্দে কোলাহলে মেতে উঠলো। সে দিনটার কথা আজ ও ৫০ বছর বাদে চোখ বুঁজে অনুভব করে অপার আনন্দ পাই। স্বর্গ বলে কি আছে জানিনা, মা সেবার এক মাস কাল আলমোড়া আশ্রমে ছিলেন। আমরা এই সময়টা স্বর্গীয় আনন্দে ছিলাম। সে দিনগুলির কথা ভুলতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

*

"প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ, প্রার্থনার শক্তি অমোঘ এবং প্রার্থনায় জীব ও জগতের প্রাণ অবস্থিত। যখন যা প্রাণে আসে, তাঁকে জানাবি, আর সরল ও ব্যাকুল হয়ে তাঁর প্রতি শরণাগতি প্রার্থনা করবি।"

—শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রা বন্ধুর ডায়েরী হতে উদ্ধৃত

(পুর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯শে অক্টোবর ১৯৫৬ লক্ষ্মীপূজা কোজাগরী—

মা উঠে খানিকক্ষণ Hallএ পায়চারী করলেন। সতী লাল জবা (লঙ্কা) ও পঞ্চমুখী অপরাজিতা দিয়ে খুব সুন্দর মালা গেঁথে মাকে পরিয়ে দিল। যেন মন্দিরের বিগ্রহ সামনে এসে দাঁড়ালেন। নারায়ণ স্বামীজী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন—

মা হাঁটছেন—কথাও বলছেন। নীলমণিদা বলছিলেন যে একমন্দিরে গোপাল ও কালী কী করে থাকে শাস্ত্রে বলে তা নাকি হয় না। প্রিয়রঞ্জন বাবুর গোপাল সম্প্রতি কালীমার পাশে আছেন। মা বললেন—"কোন মতে তা বলা হয় অবশ্য। তবে তোমরা মার ছবির সঙ্গে তো আশ্রমে অন্য ছবিও রাখো" বলে একটু হাসলেন। মা কালীর মাথায় কে পালক দিয়েছে দেখে মা বললেন, "ওটা খুলে ফেল—গঙ্গাজল দে জবা বসিয়ে দে।"

মা এবার দোতালার ঘরে আজ কোজাগরীতে প্রবেশ করলেন। পাঠের পর নীলমণিদা কিছু সৎসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তপন (নির্মলদা) জিজ্ঞাসা করল যে তুমি কেন মাতা, পিতা, বন্ধু বলে সবাইকে সম্বোধন কর কিন্তু এরা আমার ছেলে মেয়ে বলনা। মা কিছু উত্তর দেন না। নীলমণিদা বললেন যে শাস্ত্রে আছে যে যাদের শুদ্ধ সংস্কার প্রসূত জন্ম তাদের ছেলে মেয়ের সংস্কার কোনদিন না থাকার দরুণ সে সম্বন্ধের ভাব আসেনা। মার সংস্কারে বন্ধু—মা—বাবা ছিল—ছেলে মেয়ে ছিলনা তাই মার সেই মত বলা এসে যায় স্বাভাবিক ভাবে। মা শোনেন—হাসেন—নির্বাক থাকেন।

(এখানে প্রসঙ্গতঃ এই বলা যায় যে মার কোন পূর্ব জন্ম পরজন্ম নেই। সুতরাং মার কোন সংস্কারও নেই। মা বলেছেন, "এই শরীর একটা ভাবের পুতুল। তোমরা চেয়েছ তাই পেয়েছ।)

মা কার প্রশ্নের উত্থাপনে বললেন, "আমি তোমাদের ছেড়ে কোনদিন থাকিনি, থাকিনা ও ভবিষ্যতেও থাকবো না" সত্যি লক্ষ্মীপূজার দিন কত বড় আশ্বাসবাণী ভক্তদের দিয়ে কৃতার্থ করলেন।

বিকেলে মাকে মিশনের T.B. Centre দেখাতে নিয়ে গেলেন স্বামীজীরা। দুপুরে গরীবদের মার তুলার সময় ওজন করা কাপড় কিছু বিলি করা হল। কে দুটো নিয়েছে তাই আমরা বলছি যে নতুন কাপড় তো পরবে না বিক্রি করে দেবে—মা শুনে বললেন, "বিক্রি করলেও তো সেই টাকায় খাবে।"

আমি মাকে দুপুরে বললাম, "মা আমি নির্জলা উপোস করছি-পূজোর পর খাব রাতে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম করতে মা কড়ে আঙুল দিয়ে ডান হাতটা একটু স্পর্শ করে দিলেন। বুঝলাম–আর কোন কষ্ট হবেনা–এতেই কাজ হবে।

সন্ধ্যেবেলা ৭টা থেকে লক্ষ্মী পূজা আরম্ভ হল। নিতাইপাল ছোট লক্ষ্মী প্রতিমা করেছেন। সদানন্দ পূজা করল। মা মন্দিরের সামনের ছোট্ট ফালি (Passage) এ চৌকি নিয়ে বসা। মা সেদিন ৪৫ মিনিট ধরে নানা সুরে "লক্ষ্মী নারায়ণ নমোনমো নমো" কীর্তন করলেন। একবার গাইছেন এই লাইন আবার "নমো নমোনমো নমো নমো নমো।" পূজার পরে মা উঠে এদিকে চলে এসে hallএ বসলেন। আমার ইচ্ছে একবার মাকে প্রণাম ও অঞ্জলি দিয়ে জল খাব। মা বুঝতে পেরে ইসারায় বললেন, "অঞ্জলি ওখানে দিয়েছ?"– "না দিইনি" "যাও দিয়ে এসো।" ঐ ভীড়ে মাকে একান্তে অঞ্জলি দিতে পারব না বলে মা যতক্ষণ পর্যন্ত না উঠছেন অপেক্ষা করলাম। শুনলাম মাঝে একবার মা বুনিদিকে ডেকে বলেছেন, "চিত্রাকে খেতে দে।" আমি তো খেতে পারছি না মাকে প্রণাম না করে। মা এদিকে লক্ষ্মী পূজা হয়ে গেলেও কালীর ভোগরাগ না হলে খাবেন না তাই উঠে এঘরে খেতে আসছেন না। ৯॥টার পর মা ঘরে এলে মাকে চরণের উপর অঞ্জলি দিয়ে চরণে হাত রেখে প্রণাম করলাম। মা কিছু বললেন না ভাগ্যিস!

২০শে সকাল ৮:৩০ এ আমরা বাসে করে রাঁচী ছেড়ে মুরিতে সাড়ে ১০টায় পৌঁছলাম। এসে দেখি মা platform এ চেয়ারে বসা। Mrs Orr বলে French lady এসে মাকে এখানেই প্রথম meet করলেন। আমি ওঁর first reaction মাকে দেখে কেমন হল শুনেছিলাম দেখিনি। তারপর মার কাছে এসে বাক্সের উপর বসে এক দৃষ্টিতে মাকে দেখছেন। মারও কী অপূর্ব প্রশান্ত সৌম্য মূর্তি! চোখের বিনিময়ে যেন তাঁদের মনের কথা হয়ে যাচ্ছিল।

মুরি থেকে জামসেদপুর—

গাড়ী ছাড়লো মুরি থেকে ১২টা নাগাদ মা শুয়ে পড়লেন। বড্ড ক্লান্ত ছিলেন। কোজাগরীর রাতে শোওয়ার ভাব ছিল না। Private চলেছিল ২টো অবধি। জামসেদপুর নেমে মাকে এক হিন্দু স্থানী ভক্ত তার গাড়ীর সামনের Seat এ বসিয়ে নিয়ে এল এক মন্দিরের ভেতর। আমরাও গাড়ীতে ছিলাম। এ মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি আছে খুব সুন্দর। মা একটু বসে শিব মন্দিরের দিকে গেলেন। তারপর উপরে মাকে খাওয়াতে নিল ও আমাদেরও খুব যত্ন করে খাওয়াল। মা অত ভীড় দেখে নেমে-মাঠে একটা চেয়ারে বসে প্রত্যেককে মুড়কি প্রসাদ হাতে ভরে ভরে দিলেন। স্টেশনে এসেও মা কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে জামসেদপুরের লোকেদের প্রাণভরে দর্শন দিলেন। ট্রেনের কামরায় এবার বাইরের লোক কিছু ছিল। মাকে একটা Seat ছেড়ে দিল তারা। জামসেদপুরের লোকদের জন্যে ট্রেন অনেক late এ ছাড়ল। ভক্তপরাধীন ভগবান–আবার হেসে কাকে বলছেন যে তুমি যে সিদ্ধবাক্য হয়ে গেলে বাবা–বলার সঙ্গে ট্রেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আটকে গেল।

ট্রেনে সন্ধ্যা করা—

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে— সব অপরিচিত লোক তাই দেখে আমি ঠাকুর বের করে সন্ধ্যে করতে একটু দ্বিধা বোধ করছি। মা বললেন—"ওখানে গঙ্গা জল দিয়ে ঠাকুর রেখে সন্ধ্যা দাও। মার কথার অমান্য করি না—অগত্যা ঝাঁপি থেকে ঠাকুর বের করে রাখলাম। ঠাকুর নড়ছেন ট্রেনের ঝাঁকুনিতে পাছে পড়ে যান মা হঠাৎ মুখের আচ্ছাদন খুলে বললেন—"হেলান দিয়ে রাখ নইলে পড়ে যাবে। সন্ধ্যে করলাম। আরতি করে নৈবেদ্য অর্পণ করা সব করলাম। মা শিক্ষা দিলেন যে লোকলজ্জা ভয়—এতিন থাকতে ঠাকুর সেবা নয়। মার seat এর কাছে দরজার সামনে যে অল্প জায়গা ছিল সেখানে hold-all এর উপর বসে জপ করলাম—মা জায়গা নির্দেশ করে দিয়েছিলেন।

দু তিনটি ছেলে মার সামনে বসে সিনেমা বিষয়ে আলোচনা করছিল—সত্যি এরা কাকে কাছে পেয়েও সেটুকু সময়ও একটু সৎকথায় কাটালো না ভেবে দুঃখ হচ্ছিল। মা নির্বিকার ভাবে শুয়ে আছেন। এরা ঘাটশীলায় নেমে যেতে মা হঠাৎ ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন।

আমি গয়ার পথে সেই অপূর্ব সুগন্ধ পাবার কথা মার শ্রীমুখ থেকে শুনবো বলে কথা পাড়লাম। মা বললেন যে রাত ১০টায় বিষ্ণু পাদপদ্ম শৃঙ্গারে ওঠেন অর্থাৎ অপূর্ব করে তুলসীপাতা ও ফুলদিয়ে সাজান হয়। সেখান থেকে ফেরার পথে বোধিদ্রুমের কাছে এক অপূর্ব মিষ্টি ফুলের গন্ধ সবাই যারা এ শরীরের সঙ্গে ছিল তারা পায়। এ শরীরের ভিতর থেকে যেন ভুরভুর করে সেই একই গন্ধ ঠেলে উপরে আসছিল। বুদ্ধদেবের স্থান তিনি যেন এসে স্পর্শ দিয়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

✶

"সমস্ত প্রকাশই ভগবানের বিভূতি। বিভূতিরূপে স্বয়ংই। অদ্বৈত আত্মা—আবার দ্বৈতরূপে কে? ঐ-ইত। এই পথে কিছু অনুভব না হলে কেউ থাকতেই পারে না। ভগবানকে ছেড়ে তুমি কোথায়? ঐ ঝলক কোনও, রূপে, কোনও ভাবে প্রকাশ হয়েই থাকে।"

— শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের পানুদা

শ্রীমতী রত্না রায়

প্রথমে জানাই স্বর্গীয় পরম পূজনীয় পানুদাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমার মনে পড়ে আমি ১৯৯০তে মার এই আশ্রমের কন্যাপীঠে প্রবেশ করেছি, কন্যাপীঠের গানের অধ্যাপিকা হয়ে। আজ ২৪ বছর আমি কার্যরত। তাই প্রতিটি মানুষের ভাল ব্যবহার আমাকে আজ অবধি বেঁধে রেখেছে, তার মধ্যে একজন "আমাদের পানুদা।"

পানুদা মানুষটি ওপর থেকে শক্ত কিন্তু ভিতর থেকে অনেক নরম ছিলেন। পানুদার বিরাট ব্যক্তিত্বের সর্ব প্রধান গুণ ছিল অনুশাসনপ্রিয়তা। এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে কোন কাজ হলেই তিনি ভয়ংকর রাগ করতেন। এই রূপ রাগ দেখে অনেকেই ভাবত যে পানুদা ভীষণ রাগী, কিন্তু ভেবে দেখলে মনে হয় এই কথাটা ভুল। রাগটা ওঁর ব্যক্তিত্বেরই একটি অঙ্গ ছিল। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। পানুদা কখনো অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাওয়া পছন্দ করতেন না। আজ আমাদের মাঝখানে পানুদা নেই, কি বিরাট ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় বলে বা লিখে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছে যেন আমাদের আশ্রমের 'ডান হাতটি' কেটে গেছে।

আমাদের পানুদা শুধুমাত্র বারাণসী আশ্রমেরই নয়, প্রতিটি আশ্রমেরই দেখাশুনো করতেন। আনন্দময়ী সংঘের Vice President ছিলেন এবং কন্যাপীঠ, Hospital ও আশ্রমের *Hole is Soul* অর্থাৎ 'সর্বে সর্বা' ছিলেন। তাঁর এই বয়স অবধি এত বড় দায়িত্বকে অত্যন্ত সরল ভাবে নিষ্ঠার সহিত নিঃস্বার্থভাবে অনুশাসনের মধ্যে থেকে সকলকে নিয়ে এবং প্রত্যেকটি কাজকে সহজতম ভাবে বহন করা এত সহজ কথা নয়।

পানুদা অনুশাসনবিহীন লোকেদের পছন্দ করতেন না। যে কোন কাজে Diciplin must ছিল তাঁর। পানুদার প্রত্যেকটি কাজ যেমন কি–'পার পার্বন' পূজো আচ্চা ইত্যাদি, প্রতিটি সমারোহ এবং meeting থেকে নিয়ে governer ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আপ্যায়ন এবং Hospital চালনা করা বাইরের কাজ দেখা ঘরের কাজ দেখা এইরূপ কাজ তিনি নিত্য করতেন। তাহলে কি পানুদা সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন? না পানুদা সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি অসাধারণ ছিলেন। তাঁর ভিতরে মায়ের শক্তি ছিল। তিনি অসাধ্য সাধনা করে মায়ের শক্তিকে অর্জন করেছিলেন। তাই ভগবানের রূপে যথার্থ মানুষ রূপে আমাদের আশ্রমে ছিলেন। এত বড় শক্তিকে হারিয়েছি আমরা। যেন মনে হচ্ছে পুরো বিশ্বের যত মায়ের আশ্রম আছে ভূমিকম্পের এক ধাক্কায় কম্পায়মান হয়ে উঠেছে। তাই আমরা সবাই মর্মাহত। পানুদার উপরেই সব দায়িত্ব ছিল। যেদিকে পানুদা মাথা ঘামাতে পারতেন না সেদিকটাই অন্ধকার। তাঁর এই যোগ্যতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্যই এই যোগ্য আসনে সমাসীন ছিলেন তিনি। যোগ্যতার যোগ্য উপহার। এই আসনের মান সম্মান বজায় রেখে গেছেন তিনি।

এই রকম মানুষ দ্বিতীয় পাওয়া খুব কঠিন। খুবই অসম্ভব। আজ সম্পূর্ণ আশ্রমের সামনে বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন। বিরাট চিন্তার কারণ এইরূপ দয়িত্বের আসন কে গ্রহণ করবে? আমার বিচারে জ্ঞানের প্রদীপ নিয়ে খুঁজতে হবে পানুদার মত দ্বিতীয় মানুষ।

পানুদা যে নেই সেটা প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছে সবাই। হতাস চোখে কাতর ভাবে সবাই তাকিয়ে দেখছে এবং ভাবছে যে এবারে এই আসন কে সামলাবে? পানুদার মতন দ্বিতীয় মানুষ কোথায়? সব টলমল করছে। মনে হচ্ছে যেন কি হারিয়ে ফেলেছি সবাই। পানুদা মায়ের শক্তিতে প্রতিটি কাজ সুন্দরভাবে করতে পারতেন। প্রতিরন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর মধ্যে এই যোগ্যতা ছিল। পানুদার গুণের অন্ত ছিল না। তাই যত বলা যায় ততই কম।

অবশেষে এই বলতে চাই যে আমি তো ক্ষুদ্র, তাঁকে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই, আর তাঁর আত্মার শান্তি হোক এই কামনা করি। যদি আমরা সবাই মিলে এক হয়ে সংকল্প করি যে পানুদা যে পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন এতদূর, সেই পথেব পথিক হয়ে আমরাও এগিয়ে যেতে পারি তাহলে হয়তো নির্বাপিত প্রদীপের দীপ শিখা দেখতে পারব। তাতেই পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পানুদার আত্মার শান্তি হবে।

*

উৎসব - সূচী

১. মাঘী পূর্ণিমা—	১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৪
২. শ্রীশ্রী বাসন্তী দুর্গাপূজা—	৫ই এপ্রিল হতে ৯ই এপ্রিল, ২০১৪
৩. রামনবমী—	৮ই এপ্রিল, ২০১৪
৪. মুক্তানন্দগিরিজীর সন্ন্যাস উৎসব—	১৪ই এপ্রিল, ২০১৪
৫. শ্রীশ্রী মায়ের জন্মোৎসব—	৩রা মে হতে ২০শে মে, ২০১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রীষ্মাবকাশে আগরপাড়াতে কন্যাপীঠ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মচারিণী গীতা

আশ্রমের মন্দির সমূহ—

এই আশ্রমে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রতি বছরই ধুম ধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে শ্রীশ্রী মায়ের পবিত্র উপস্থিতিতে ১৯৬০ সালে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দুর্গাপূজার কিছু পূর্বে আশ্রমের তিনটি মন্দির, নৈবেদ্যঘর, ভোগেরঘর, নূতন আশ্রম ভবনের কয়েকটি ঘর, স্নান ঘর, মন্দিরের সামনের বিরাট নাট মন্দির, পুকুরের ধারের অতিথি ভবন প্রভৃতির উদ্ঘাটন হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস নির্ধারিত হয় ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০। ঢাকা রমণা আশ্রমের বাবা ভোলানাথের মর্মর মূর্তি আগরপাড়া আশ্রম হওয়ার পূর্বে বালিগঞ্জের একডালিয়া রোডের আশ্রমে সংরক্ষিত ছিলেন। সেই বাবা ভোলানাথের মর্মর মূর্তি ও তিনটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হলেন প্রথম মন্দিরে। শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিতে তাঁর পুত্র শ্রী চারুকুমার ঘোষ "শ্রীশ্রী যোগেশ্বর" নামে নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে স্থাপনা করলেন। এই রূপে বাবা ভোলানাথের নামে "ভোলানাথ, যোগেশ্বর ও নির্মলেশ্বর" নামে তিন জন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হলেন। এছাড়া নন্দী, পার্বতী ও গণেশের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলেন। এখন কাঠের সুন্দর মন্দিরে মা ও জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার ছবি মন্দিরে পূজিত হচ্ছে। এই মন্দিরের দ্বারে লিখিত রয়েছে— "বাবা ভোলানাথ তিব্বতানন্দ তীর্থ মহারাজ" "যোগেশচন্দ্র স্মৃতি মন্দির।"

মধ্যের মন্দিরের নাম—"রাজরাজেশ্বরী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মাতৃমন্দির" ও "শ্রীশ্রী মাতৃমন্দির" এই মন্দিরে শ্রীশ্রী মায়ের একটি অপূর্ব সুন্দর করুণাময়ী মূর্তির বড় ছবি প্রতিষ্ঠিত হলেন। মাতৃভক্ত শ্রীরাজকমল নাগ ও সত্যভামা নাগের স্মৃতিকল্পে তাঁদের পুত্র শ্রী দ্বিজেন্দ্র কুমার নাগ এই মন্দিরটি শ্রী শ্রী মাকে উৎসর্গ করেন। শ্রী হনুমানজী, শ্রী নারায়ণ শিলা, শ্রীরাম পঞ্চায়েতের ছবি, গরুড়জী, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি এখানে আছেন। এই মাতৃ মন্দিরেই প্রতিবৎসর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। তখন মায়ের ছবি পাশে রাখা থাকে।

তৃতীয় মন্দিরে শ্রী রাধা কৃষ্ণের ফটো, লক্ষ্মী নারায়ণ, দ্বারকাধীশ, শ্রী রাধা গোবিন্দ, নিতাইগৌর, গণেশ, শিব, কালী, গরুড়জী ও হনুমানের মূর্তি, ফটো ইত্যাদি স্থাপিত হলেন। ১৯৭৬ সালে শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ ও শ্রী নিতাই গৌরের স্থাপনা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগরপাড়া আশ্রমে ১৯৬০ সালের দুর্গাপূজার সময় বিজয়া দশমীর দিন একটি সুন্দর ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি বর্ণন করেছেন শ্রী অনিল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়–

"দুর্গোৎসবের বিজয়া দশমী তিথি। সন্ধ্যার পর মা বসে রয়েছেন মন্দিরের বারান্দায়। অগণিত ভক্ত বিরাট নাট মন্দিরে সমবেত। প্রণামের উদ্দেশ্যে জন সমাবেশের লম্বা লাইন তাঁদের মধ্যে আছেন স্বনামধন্য গুণী জ্ঞানী সাধু সজ্জন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র কত ভাগ্যবান। প্রণামের সুযোগ পেলেই তাঁরা কৃতার্থ হবেন। মায়ের চকিত দৃষ্টি, একটু হাসি, দুএকটি কথা যাদের ভাগ্যে ঘটেছে তারা তো কৃতার্থ। লাইনের মধ্যেই অপেক্ষা করছিল একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে কুচকুচে কালো তার গায়ের রং অতি দীন দরিদ্রের মত তাঁর বেশভূষা। মেয়েটির নাম রেণুকা। সে মাকে প্রণাম করতেই মা তাকে বললেন, "তুই না সেদিন মালা চেয়েছিলি?" মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, মা আমিই সেদিন মালা চেয়েছিলাম।" মা তাকে নিজের চৌকির কাছে বসতে বললেন। রেণুকা নিঃসঙ্কোচে বারান্দায় উঠে গিয়ে মায়ের কাছে বসে পড়লো–যেন কতদিনের পরিচয়। আমাদের কৌতূহল হল কে এই ভাগ্যবতী মেয়েটি? একজন সেবককে মা বললেন উদাসজীর (মায়ের সেবিকা) কাছ থেকে মালা আনতে। উদাসজী এক গাছি মূল্যবান মুক্তার মালা আনলেন। মা নিজের হাতে মালাটি দিলেন সেই মেয়েটিকে নারায়ণ স্বামীজী মায়ের কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন সেই ভাগ্যবতী মেয়েটির কথা। মা বললেন, যে মহাষ্টমীতে আনন্দময়ী মাকে কোনও রানী একটি মুক্তার মালা দিয়েছিলেন। তা দেখে ঐ মেয়েটি সেই মালাটি চেয়েছিল। মায়ের খেয়াল হয়েছিল তার প্রার্থনা পূরণ করবার। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে মেয়েটিকে তখন খুঁজে পাওয়া যায়নি। নারায়ণ স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন, "সেই সময় এই শরীরের খেয়াল হয়েছিল বিজয়া দশমীর দিন যখন মিষ্টি বিতরণ করা হবে, তখন মেয়েটি এলে এই মালাটি তাকে দেওয়া যাবে।"

পরে নারায়ণ স্বামীজী মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই কালো মেয়েটি কে?" মা বললেন, "এই শরীর যখন অষ্টগ্রামে থাকতো চল্লিশ বছরেরও আগের কথা (এখন প্রায় একশো বছর আগের কথা) তখন এমনি কালো একটি মেয়ে গোয়াল ঘর থেকে গোবর নিয়ে যেতো এবং ঘরটি পরিষ্কার করতো। এই শরীরের কাছাকাছি সে ঘোরাফেরা করতো এবং শরীরের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। তখন এই শরীরের শুধু হরিনাম। সে আসতো তাকিয়ে থাকতো। যা চাইতো দেওয়া হতো।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগরপাড়ার উপরোক্ত ঘটনার পরে একদিন নারায়ণ স্বামী সুযোগ পেয়ে মাকে রেণুকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। মা বললেন, "পূর্ব জন্মে সে চণ্ডালের ঘরে জন্মেছিল।" আশ্রিত সন্তানের পূর্ব জন্মের কথাও খেয়ালের দৃষ্টির বহির্ভূত নয়। পূর্ব জন্মে সে শ্রীশ্রী মার সেবা করেছে। মায়ের করুণা এই জন্মেও তার লাভ হল।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৬২ শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে আগরপাড়া আশ্রমে শরৎপূর্ণিমার নির্মল জ্যোৎস্নারাতে লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেবারের বৈশিষ্ট্য ছিল ভক্তরা বহু পদ্ম ফুল দিয়ে আশ্রমের সামনের বারান্দায় একটি বিরাট আকারের পদ্মফুল তৈরী করে। আশ্রমের প্রেসিডেন্ট ডঃ সর্বাধিকারীর প্রার্থনায় মা সেই পদ্ম ফুলে বসলেন। পদ্ম ফুলে সমাসীনা মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী শ্রীশ্রী মায়ের অপরূপ রূপ দর্শনে সকলে ধন্য হলেন। পরবর্তীকালে দেখতে পাই আনন্দধ্যান পীঠে পদ্মবেদীতেই মাতৃমূর্তি বিরাজিত হয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

*

"ভগবান কৃপাময় করুণাময়– তাঁর অহেতুক করুণা, কৃপা সর্বক্ষণ বর্ষিত। উন্মুখ হাত বাড়িয়ে রাখা। দোকানদারীর দিকে যেতে নেই। করে দেখলাম, পেলাম না; এ আমার কৃতকর্মের ফল। ঠাকুর! আমি পাচ্ছি, তুমি আমায় দিচ্ছ, কৃপাবর্ষণ করছো–এই কথা মনে রাখা। তবেই জীবের কল্যাণের আশা।

দয়াল ঠাকুরের রাজ্যে দয়ার ব্যবস্থা তো করেই রেখেছেন। তিনি তো ঢেলেই আছেন– বর্ষা ধারার মতন দিচ্ছেন। পাত্র সোজা করে রাখলে তা ভরে যায়। উল্টো করে রাখলে পাত্র ভেসেই যায়, ফেঁসেই থাকে।"

— শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রম বার্তা

আনন্দ স্বরূপেষু,

আপনারা অবগত আছেন যে এই বছর শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা কনখল আশ্রমে খুব সুন্দর ভাবে পালিত হয়েছে। বহু ভক্ত এই উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছিলেন। বিশেষত: পূজার সময় বেশ ভীড় হয়েছিল। আরম্ভিক কিছু বাধা থাকা সত্ত্বেও শ্রীশ্রী মায়ের অশেষ কৃপায় ও অপরিসীম করুণায় সম্পূর্ণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। চক্ষুদানের মহত্ত্বপূর্ণ সমারোহ থেকে মহাষ্টমী এবং মহানবমী, দর্পণ বিসর্জন ইত্যাদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। সন্ধ্যার পর সংগীতের কার্যক্রম ও সুন্দর ভাবে আয়োজিত হয়েছিল।

বারাণসীতেও মায়ের দিব্য প্রেরণা ও ভাবনায় ওতপ্রোত হয়ে ব্রহ্মচারিণী জয়াদির দ্বারা আনন্দজ্যোতির্মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা সুসম্পন্ন হয়েছে। কন্যাপীঠের মেয়েরা উৎসাহপূর্ণ যোগদান করেছে। কোলকাতায় আগরপাড়া আশ্রমে, রাঁচী আশ্রমেও দুর্গাপূজা সোৎসাহে আয়োজিত হয়েছিল। কুমারী পূজা সুন্দর ভাবে হয়েছে। পরে ভক্তরা আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেছেন।

তারপর ২রা নভেম্বর শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা মায়ের অনেক আশ্রমে যেখানে যেখানে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং মায়ের অনেক মধুময়ী লীলার মধুর স্মৃতি বিজড়িত আছে, সেই সেই স্থলে বিশেষতঃ বারাণসী, রাঁচী, উত্তরকাশী এবং দিল্লীর আশ্রমে সর্বাগ্রে উল্লেখনীয় কালী পূজা খুব ধুমধামের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বারাণসীতে কালী মায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রী মায়ের অদ্ভুত যোগাযোগ ও বিশিষ্ট ঘটনা সর্বজনবিদিত। কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরা শ্যামা সংগীত গান করে সকলকে মুগ্ধও তৃপ্ত করেছে। মহান ভক্তদের ভাবপূর্ণ পদাবলী মেয়েদের দ্বারা সুন্দর ভাবে গীত হয়েছে। অতিসুন্দর ও গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়ে। মা গঙ্গার চপলায়িত তরঙ্গ-সকলের আশ্রমভবনের দেওয়ালে বেগের সঙ্গে সঙ্ঘাতে মধুর ঝঙ্কারের সৃষ্টি হচ্ছিল। মধ্যরাত্রিতে মা অন্নপূর্ণা ও বাবা বিশ্বনাথের নগরীতে খড়্গ ধারিণী কালী ভক্তের অজ্ঞান অন্ধকারকে কাটার জন্য তৎপর মূর্তির আনন্দময়পূজা ব্রহ্মচারী সতীনাথ সম্পন্ন করেছে। সুদূর উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত ভাগীরথীর তীরে উত্তরকাশীতে, যেখানে স্বয়ং কালী মহাশক্তিস্বরূপিণী মায়ের আনন্দময় করকমলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মায়ের প্রেমময় পূজা হয়েছে। এমন মা কালী যিনি পর্বতীয় দৈবীপ্রকোপ হতে কন্যাকুমারীদের ফুলের মত নিজের হাতে সুরক্ষিত রেখেছিলেন (জুন-২০১৩)। তারপর পারস্পরিক অন্নকূট উৎসব পালিত হয়েছে। যাঁর বিশ্ব ভান্ডার-এমন মায়ের অর্চনা বন্দনার জন্য ভক্তরা শুধুমাত্র প্রয়াসই করতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মাকে ১০৮ পদ দিয়ে অন্নভোগ অতি সুরুচিপূর্ণ ক্রিয়া. ফ ভাবে সাজিয়ে স্বাদিষ্ট ষট্‌রস সম্পন্ন ভোগ অর্পণ করা হল।

অন্নপূর্ণা দেবীর স্তুতি "নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী–সর্বানন্দকরী কৃপাবলম্বনকরী–দৃশ্যাদৃশ্য প্রভৃত পাবনকরী কৃপাসাগরী" এই আদিশংকরাচার্যবিরচিত ভাবময় শ্রদ্ধাঞ্জলির দ্বারা শ্রীশ্রী মায়ের আবাহন করা হল। "জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতী" এই প্রার্থনার মন্ত্রে চতুর্দিক গুঞ্জিত মুখরিত হয়ে উঠল। মায়ের নাম কীর্তন খুব জমে উঠেছিল।

কনখল আশ্রমে ৯ই নভেম্বর, ২০১৩ ৬৪তম সংযম সপ্তাহের শুভ উদ্‌বোধন হয় সায়ন্তনী কার্যক্রমের দ্বারা। সংঘের সচিব শ্রী সোমেশচন্দ্র ব্যানার্জী শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রী নির্বাণানন্দজী মহারাজ, সাধনা সদনের স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী, গরিবদাসজী আশ্রমের মহামন্ডলেশ্বর ডাঃ শ্যামসুন্দর দাসজীর উপস্থিতিতে স্বাগতভাষণ করলেন। এর আগে কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীরা বেদপাঠ ও উদ্‌বোধনসংগীত "আনন্দম্ আনন্দম্" গান করে সভার উদ্‌বোধন করে। শ্রী সোমেশচন্দ্র ব্যানার্জী ব্রতীদেরও স্বাগত জানিয়ে সংযমের নিয়ম অবগত করালেন। এই নিয়ম যাতে দৃঢ়তার সঙ্গে পালিত হয়–এই কথাও বললেন। সর্বসমেত প্রায় আড়াইশো ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন এই সংযম সপ্তাহে। আর ব্রতী ছিলেন দেড়শো। কিছু বিদেশীভক্তও ছিল।

সংযমের কার্যক্রম ১০ই নভেম্বর হতে আরম্ভ হল। জাগরণের ঘণ্টা প্রাতে ৪টার সময়, উষা কীর্তন ৫: ১৫ হতে, তার আগে 'মঙ্গলং ভগবান বিষ্ণু' এই মন্ত্রপাঠ ও দিন, বার, তিথি ইত্যাদির ঘোষণা করা হয়। পরে প্রভাতী কীর্তন আরম্ভ হয়। আশ্রমবাসী ও ভক্তদের দ্বারা এই কীর্তন সম্পন্ন হয়। এরপর আনন্দ জ্যোতিপীঠে ব্রহ্মচারিণী বিশুদ্ধাদি আর অরুণাজীর বেদপাঠ ও বিষ্ণু সহস্রনামের সঙ্গে মায়ের খুব সুন্দর বিস্তৃত পূজা ও আরতি ব্রহ্মচারী প্রমোদের দ্বারা কখনও বা প্রদীপ ব্রহ্মচারীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই পূজার সময় সকল মাতৃভক্তদের এক বিচিত্র অনুভব হয়। এই সুন্দর অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্তগণ সংযমের হলের দিকে অগ্রসর হন পণ্ডিত গোপাল শাস্ত্রীর বেদধ্বনি শ্রবণের উদ্দেশ্যে। বেদমন্ত্র শ্রবণ করে মন, প্রাণ ও শরীরের শুদ্ধি হয় আর ব্রতীরা নিজেদের শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে যোগযুক্ত করার জন্য কৃতসংকল্প হন। তখনই মায়ের কীর্তন 'সত্যংজ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' কীর্তনের দ্বারা ভক্তগণ সহজেই সূক্ষ্ম স্তরে প্রবেশ করে ধ্যান আরম্ভ করেন। শঙ্খ ধ্বনির সঙ্গে হলের দ্বার রূদ্ধ হয়। ৮টা হতে ৯টা ধ্যানের পরে সূক্ষ্মলোক হতে স্থূলে আসার জন্য মায়ের মন্ত্র 'হে পিতঃ! হে হিতঃ' কীর্তনের অবলম্বনে ভক্তগণ গীতা পাঠের জন্য প্রস্তুত হয়। চণ্ডীপাঠ ও উপনিষদ্ পাঠের পর মহামন্ডলেশ্বর ও স্বামীজীদের প্রবচন প্রারম্ভ হয়। কৈলাস আশ্রম হতে তিনজন স্বামীজী বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে শুদ্ধ আশীর্বচন প্রদান করেন। কৈলাস মঠের মহামন্ডলেশ্বর স্বামী দিব্যানন্দজী সংযমের বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন। আচার্য স্বামী বিজয়ানন্দজী ছান্দোগ্যউপনিষদের উপর খুব সুন্দর প্রবচন দিয়েছেন। বিকালে ধ্যানের পর স্বামী দেবেন্দ্র চৈতন্যজী ভাগবতের উপর সূক্ষ্ম বিচার প্রতিপাদন করেছেন। পরমার্থনিকেতনের মহামন্ডলেশ্বর স্বামী চিন্ময়ানন্দজী অনুভবী বক্তা, তিনি নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সংযমের উপর খুব সুন্দর প্রবচন দিয়েছেন। গরিবদাসী আশ্রমের আচার্য স্বামী রবিশাস্ত্রীজী এবং গরিবদাসজী আশ্রমেরই বয়োবৃদ্ধ মহামণ্ডলেশ্বর ডঃ শ্যামসুন্দরদাসজী খুব প্রভাবশালী শৈলীতে সংযম সম্বন্ধে বলেন। তিনি মাতৃ সৎসঙ্গের সেই মধুময় দিনের স্মৃতিচারণ করেন। আমেদাবাদের শিবানন্দ আশ্রমের স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী ও এসেছিলেন। তিনি দুবেলার ধ্যানেই উপস্থিত থাকতেন। তিনি কি ভাবে মার কাছে এসেছেন ও তাঁর কেমন অনুভব হয়েছে– সেই সব কথা খুব সুন্দর করে বলেন। তাঁর প্রবচনশৈলী কৌতুকপূর্ণ ছিল। দিব্যজীবন সংঘের সেক্রেটারী স্বামী পদ্মনাভানন্দজী সংযমপালনের উপর বিশেষ জোর দিলেন। বেশীর ভাগ সকলেই সংযমের উপর বলেছেন। ব্রতীও ভক্তগণ রাত্রিতে মাতৃসৎসঙ্গের জন্য মায়ের সময়ে উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করতেন। এখনও মাতৃপ্রসঙ্গ হয়ে থাকে। ৮টা থেকে পৌনে ৯টাও ৯টা থেকে সাড়ে ৯টা প্রতিদিন এক একজন মাতৃপ্রসঙ্গ করেন। যেমন-স্বামী অচ্যুতানন্দজী, ব্রহ্মচারিণী চন্দনাদি, ব্রঃবিশুদ্ধাদি, ব্রঃগুনিতা, ব্রঃগীতা, ব্রঃনিরঞ্জনীদি, পুষ্প খান্না, মালতী বেন, কেশুদা, রমণভাই, গোলকানন্দজী, সন্দীপদত্ত (গোবলুদা), আর সবার শেষে কিন্তু কিছুমাত্র কম নয় সমুদাও নিজের অনুভব শোনালেন। যাঁদের বহুবছর মাতৃ সান্নিধ্য প্রাপ্ত হবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা হৃদয় স্পর্শী ভাবে বহু প্রকারে নিজেদের অনুভব ব্যক্ত করলেন। কেউ মায়ের জীবনের উপর গভীর অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা মায়ের জীবনের নানা তথ্যও তত্ত্ব কথা প্রকাশিত করলেন। কেউ মায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ওনিজের উদ্ধারের অনুভব নিঃসংকোচে বললেন। কেউ মায়ের দিব্যরূপের অনুভূতি সম্বন্ধে বললেন। আবার কেউ মায়ের প্রাণীদের প্রতি ঐক্যতা, দয়া, করুণার উদাহরণ উদ্ধৃত করলেন। কেউ মায়ের অন্তর্যামিত্ব ও মাতৃপ্রেম সম্বন্ধে বললেন।

১৬ই রাত্রিতে কেশুদা মায়ের সুন্দর বিডিয়ো দেখালেন। ১১:৪৫ হতে ১২:১৫ পর্যন্ত মহানিশার ধ্যান, যজ্ঞের বিভূতি ও রোলী বিতরণের পর "নাহিসূর্য নাহি জ্যোতি" এই গম্ভীর গানের সঙ্গে আরম্ভ হল। ধ্যানের শেষে জয় জয় মা সমবেত ভাবে কীর্তনের পর 'মৈয়া তেরা বনা রহে দরবার' এই গানের পর মায়ের আরতি হয়। তারপর অচ্যুতানন্দজী ও চন্দনদি সকল ব্রতী ও ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করেন। ১৭ই প্রাতে রাসপূর্ণিমার দিন আনন্দ জ্যোতিপীঠে শ্রীশ্রী মায়ের বিশেষ পূজা, পরে মায়ের দিব্য আরতি, তারপর সমস্ত ভক্তগণ গর্ভগৃহ প্রবেশ করে মাকে মাল্যার্পণ করে প্রণামের পর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। এক-একজন করে সুব্যস্থিত রূপে সকলে প্রণাম করলেন। এরই সঙ্গে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হল। সকলে যজ্ঞের টিকা গ্রহণ করলেন। এইরূপে ৬৪তম সংযম সপ্তাহের সমাপ্তি হল। এদিন সুন্দর ভাবে ১০৮ সাধু ভান্ডারা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

· Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তদের ও ভান্ডারা আয়োজিত হয়েছিল। সমস্ত কার্যক্রম অতি সাবধানে সুরুচিরূর্ণ রীতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে সম্পন্ন হল। এই হল মায়ের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি। ইহা জ্ঞান, ভক্তি রহিত শুধু শুষ্ক হৃদয়ের প্রস্তুতি নয়, কিন্তু শ্রদ্ধাভক্তি মিশ্রিত ভাবাঞ্জলি মায়ের চরণে অর্পিত হল। সন্ধ্যার পর অখণ্ডনাম যজ্ঞের অধিবাস হল। পরদিন ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে কীর্তনের পরিসমাপ্তি হল। মধ্যাহ্নে মালসা ভোগ সুন্দর রূপে আয়োজিত হয়েছিল। জ্ঞান ও ভক্তির এই অপরূপ সুমধুর মিশ্রণে মায়ের স্মৃতি সকলের হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মায়ের এই অনুপম প্রসাদ হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে ধারণ করে সকলে নিজের নিজের গন্তব্য স্থলে প্রস্থান করলেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর হতে ১৩ই ডিসেম্বর গীতাজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পাঠ, ব্যাখ্যা ও পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে মায়ের প্রতিটি আশ্রমে।

বিলম্বে প্রাপ্ত পুনা আশ্রমের সমাচার অনুসারে ৭ই আগস্ট হতে ১৪ই আগস্ট শ্রী গোপালভাই দবে শিবমহাপুরাণের সাপ্তাহিক প্রবচন করেন। এই কার্যক্রমের অন্তর্গত লঘুরুদ্র, হোম, মহাপ্রসাদবিতরণ ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়। ২৮শে আগস্ট হতে ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৩ প্রতি বছরের মত এবারেও শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ আয়োজিত হয়েছিল। প্রবক্তা ছিলেন শ্রী রাজেশ গোস্বামী। বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ, গীতা, সপ্তশতী পাঠ ও নাম সংকীর্তন ও হয়েছে।

এই রূপে এবারের মত আশ্রমবার্তার বিরতি হল। আশা করছি আপনাদের সন্তোষজনক হবে এই বার্তা।

জয় মা।

*

"প্রত্যেকের জীবনেই সংযম আবশ্যক। প্রথমতঃ শরীরের প্রতি যথাসাধ্য শাসন দৃষ্টিতে সংযম অভ্যাস করতে হয়। নিয়মাদির দ্বারা শরীর তৈরী হতে থাকলে মনে সংযমের ক্রমোদয় হয়। তখন শরীর ও মন পরস্পর সংযোগে সংযম সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শরীর ও মন সংযত হলে আপনা থেকেই আত্মানুসন্ধানের আগ্রহ জাগে।"

— *শ্রীশ্রী মা*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shree Shree Ma Anandamayee Satsanga Sammilani
Salt Lake, Kolkata

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

— শ্রীশ্রী মা

With Compliments from —

Ram Lal Saha

MINATI FURNITURE

Suppliers of quality furniture, doors, windows etc.
Prompt Delivery also

Halisahar Chowrasta Bazar
24-Parganas (N)

"মা আছেন কিসের চিন্তা ?"

শ্রী কৌশিক ঘোষ
মুরারী ভাণ্ডার
ও
মুরারী ট্রেডার্স
৩৪২, জি.টি. রোড, বর্ধমান – ৭১৩১০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণ কমলে—

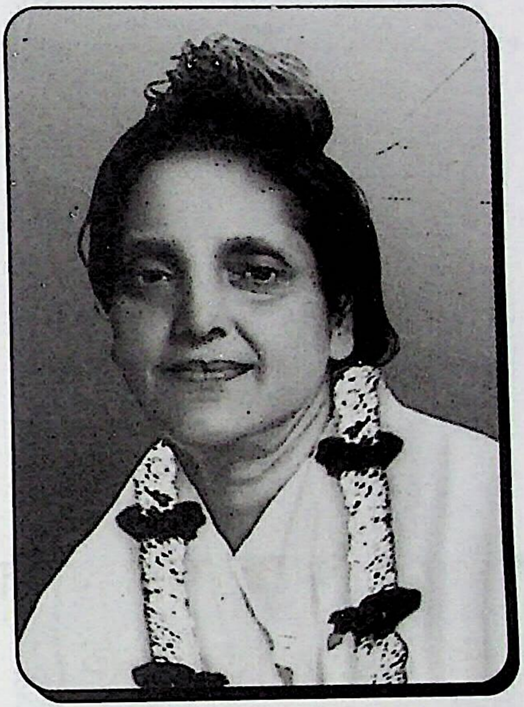

শ্রীমতী সন্ধ্যা রাণী দত্ত
পি. এন. বসু কম্পাউন্ড
রাঁচী—834001
ফোন— 0651-2532297

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এ শরীরের কাছে যারা এসেছে
তাদের আর পতন নেই।"

—শ্রীশ্রী মা

Sanjeet Kumar Chatterjee
P. N. Bose Compound
Purulia Road, Ranchi-834001,
(Jharkhand) Ph.: 0651-2532539

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এ শরীরের কাছে যারা এসেছে তাদের আর পতন নেই। এমন কি যারা মনে করেছে তাদেরও।"

— শ্রীশ্রীমা

—শ্রী অসীম ব্যানার্জ্জী
"শিল্প সদন", ২৫, বি.সি. রোড
বর্দ্ধমান—৭১৩১০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঐ শরীরের আত্মা সকলের আত্মা
কাউকে না হলে চলেনা — চলবেনা।"

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি

— শ্রী স্বপন গাঙ্গুলী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"My only request to you to make a place for me in your hearts."

- Ma Anandamayee

ॐ माँ

With best compliments from :

-Sri Gobinda Chandra Banerjee
Nishi Kanta Medical Hall
Chemists & Druggists
64, G. T. Road, Burdwan
Phone : 0342- 2665657

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best compliments from :

ॐ

G. DUTTA & SONS

Manufacturing Jewellers
[Grand daughter of Late M. B. Sirkar, Jewellers]
B-5, Block, Convenient Shopping Centre
Shop No. 8, Safdarjung Enclave
In front of Ram Mandir
New Delhi-110029

Tuesday : Closed
Sunday : Upto 2 P.M.
Lunch : 2 P. M. to 3. P. M.

Phone { **Shop 46023768**
Res. 26108064
26109151

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best compliments from :

OPTIC PLUS

Eye Clinic, Spectacles, Contact Lens, Sun Glasses

Eye testing done by Specialised Doctors

Wide range of quality frames, Sunglasses & Contact Lens available

– Sri Arijit Ghosh
2/1/3 Deb Lane
(C.I.T. Road)
Kolkata- 700014

Phone : 40605776
Mob : 9831362274, 9831918619

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণে
শতশত প্রণাম

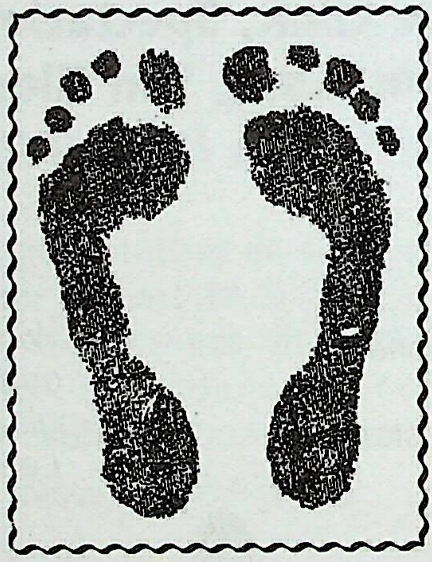

—ভুবনেশ্বর রাইস্ মিল
এলানগঞ্জ, বর্দ্ধমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best compliments from

Uttam Mukherjee

0542-2275114
9415624031
9451889027

Liberty Tailors

Exclusive Tailoring

Chetmani Crossing, Near Vijaya Cinema
Varanasi - 221 005

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments :

KUNDU MEDICAL STORES

51-A, S.P. Mukherjee Road,
(Near Jyotin Das Park Metrostation)
Kolkata-7000 026

Chemist & Drugist, Surgical & Medical

All Type of Medicine Available

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With humble pranams to Shree Ma:

SHIVA CONSTRUCTIONS

Latest project:

Sandhya Tower

[Shopping Mall]

Purulia Road, Ranchi-834001

(Jharkhand)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

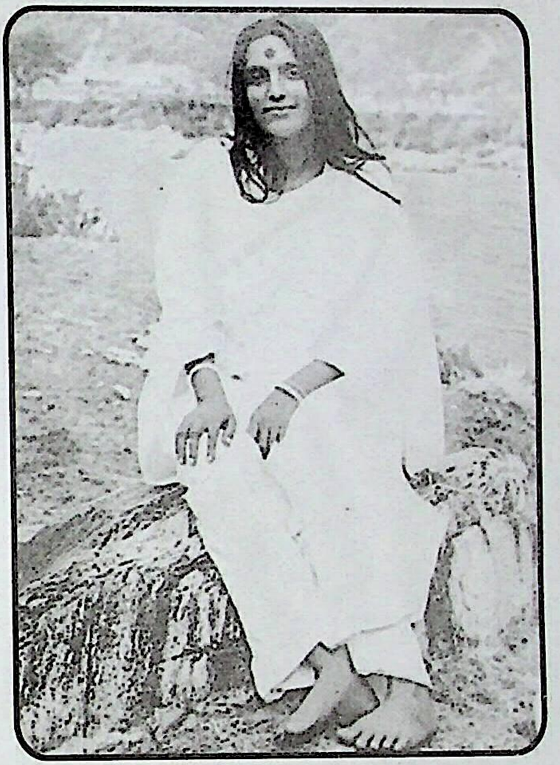

"Man must aim at the superman, at real greatness. The traveller on the supreme path may hope to attain to the aultimate Goal. This is man's main duty."

—Shree Shree Ma

A Devotee

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"It is the duty of a human being to make human birth, which is such a rare boon, successful. Otherwise he has to continue in the round of births and deaths."

—Shree Shree Ma

Sri N.K. Banerjee

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

14.	NEW DELHI	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel. : 011-26826813)
15.	PUNE	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411007, (Tel. : 020-25537835 & 25538903)
16.	PURI	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001, Orissa. (Tel. : 06752-223258)
17.	RAJGIR	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Rajgir, Nalanda-803116, Bihar (Tel. : 06112-26105811)
18.	RANCHI	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road, P. O. Ranchi-834001 (Tel. : 0651-2331181)
19.	TARAPEETH	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731233
20.	UTTARKASHI	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P. O. Uttarkashi-249193. (Tel. : 01374-224343)
21.	VARANASI	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221001, U. P. (Tel. : 0542-2310054+2311794)
22.	VINDHYACHAL	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ashtabhuja Hill, P. O. Vindhyachal, Mirzapur-231307, (Tel. : 05442-290977)
23.	VRINDABAN	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P. O. Vrindaban, Mathura-281121 U. P. (Tel. : 0565-2442024)

*

	BANGLADESH	:
1.	DHAKA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel. : 008802-8333917)
2.	KHEORA	: Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS
FOR INDIA AS NO. 65432/97

श्री श्री आनन्दमयी संघ

ॐ मां

मातृ शरणं

Printed by : Ratna Offsets Ltd, Kamachha, Varanasi

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi